# কমলা কাননে কলমের চারার আঁটী

দৃশ্যকাব্য ।

শ্রীদীননাথ চন্দ।

প্রণীত ও প্রকাশিত।

পাথরে থাবনা ভাত, গোটে হেল কাল।
হোটেলে টোটাল লস্, সেও বরং ভাল ॥
সাড়ী পরা কাল চুল, বাঙ্গালীর মেম।
ড্যাম বেঙ্গলীর লেডী, সেম সেম সেম !!!

কলিকাতা।

সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে
শ্রীযদুনাথ রায় দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১২৮৭ সাল ২৯শে জ্যৈষ্ঠ।

[মূল্য ॥০ আট আনা।]

# বিজ্ঞাপন।

আজ কাল বেওয়ারিশ বাঙ্গালা ভাষায় নাটক গ্রন্থের আর অভাব নাই। সুতরাং নাটক গ্রন্থের প্রণেতারই বা কমি কি? কি বটতলার ফিরিওয়ালা, কি চিনেবাজারের দালাল, কি মাণিকতলার গাড়ওয়ান সকলেই নাটুকে কবি ও সকলেই নাটক প্রণেতা। আমিও সেই নজীর ধরে এই "কমলা কাননে কলমের চারার আঁটী" নামক দৃশ্যকাব্য খানি লিখিতে সাহসী হইয়াছি। অন্যান্য নাটকের সহিত, আমার এ গ্রন্থের কোনও সৌসাদৃশ্য নাই; বরং সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবই লক্ষিত হইবেক। কারণ অন্যান্য নাটক গ্রন্থ, সাধারণের নিকট যথার্থই ( না-টক ) বলিয়াই প্রসিদ্ধ ও পরিচিত আছে। কিন্তু আমার এ গ্রন্থ তা নয়। কমলা কাননের ফল স্বরূপ কলমের চারার আঁটী প্রভৃতি দৃশ্যকাব্যের নায়ক নায়িকা গুলি যে, কত বড় কঠিন ও কিরূপ নিরস এবং কি পর্য্যন্তই বা টক তাহা সহৃদয় পাঠকগণ, একবার মাত্র পাঠ করিলেই তাহার রসাস্বাদন করিতে পারিবেন। অতএব পাঠকগণ!

আমার সে ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। "কমলা কাননে কলমের চারার আঁটী" নামক দৃশ্যকাব্য খানি পাঠকগণের দর্পণ স্বরূপ। কারণ ইহাতে, যিনি যে ভাবে দৃষ্ট করিবেন, তাঁহার সেই ভাবই লক্ষিত হইবেক। ইহা পাঠ করিয়া কেহ হাসিবেন, কেহ কাঁদিবেন, কেহ কেহ বা হয়ত আবার গালাগালি দিতেও ত্রুটী করিবেন না। যিনি যাই করুন, গ্রন্থকার তাহাতে দুঃখিত বা কাতর নন। পণ্ডি-তেরা বলেন যে, দেশের কুসংস্কার বা কুপ্রথা ও কুক্রিয়া সকল নিবারণ জন্য সাধারণকে দৃশ্যকাব্য বা নাটকচ্ছলে উপদেশ দেওয়াই ঐ ঐ গ্রন্থের মূখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু আমার এই গ্রন্থে যে সেই রকম কোনও উপদেশ আছে কি না, তাহা এখনও বলি-তে পারি না। উপসংহার কালে এ কথা বলা আব শ্যক, যে যদিচ আমার এই গ্রন্থের প্রধান অধি-নায়ক বাসবচন্দ্র। কিন্তু আমি কোন একটি বিশেষ বাসবচন্দ্রকে লক্ষ্য করি নাই। অথবা কোনও বাসব চন্দ্রকেও এই গ্রন্থের অভিনয় স্থলে

আনিতে ভুলিয়াও যাই নাই। দুর্ভাগ্য ক্রমে আজ কাল এদেশে প্রায় কমলার কোনও কাননে বা কোনও ঘরেই বাসবচন্দ্র ছাড়া নাই, অতএব এক্ষণ সর্ব্বজ্ঞাতা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই যে, আমার এই দৃশ্যকাব্য খানি সাধারণে এক এক বার পাঠ করিয়া যদি কাহারও কিছু পরিমাণেও উপকারে আইসে তাহা হইলেই আমি, আমার সমুদয় শ্রম সফল ও সার্থক জ্ঞান করিব।

১২৮৭। বৈশাখ।

গ্রন্থকার ও প্রকাশক
শ্রীদীননাথ দাস চন্দ।

## দৃশ্যকাব্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

### পুরুষ।

বাসবচন্দ্র ... ... ... জমীদার।

প্রলাপচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ... চাটুকার।

যোগীন্দ্র চাটুর্য্যে ... ... বাসবচন্দ্রের মোসাহেব

ত্রিলোচন তর্কবাগীশ ... ... বাসবচন্দ্রের পুরোহিত

ব্রাহ্মণ ... ... ... পিতৃহীন ভিক্ষুক।

মুটে ... ... ... চাষা।

নারদ ... ... ... দেবঋষি।

ভগবান ... ... ... ধর্ম্ম।

ডারবী ... ... ... কাননাধ্যক্ষ মালী।

ভোলা ... ... ... বাসবচন্দ্রের চাকর।

ভদ্রলোক, খাজাঞ্চী, বেহারা, খানসামা ইত্যাদি।

বাক্‌বাণী ... ... ... সরস্বতী।

কমলা ... .. ... লক্ষ্মী।

লবেজান বিবি .. .. বাসবচন্দ্রের রক্ষিত যবনী বেশ্যা।

# কমলাকাননে কলমের চারার আঁটী



দৃশ্য-কাব্য ।

## প্রথম অঙ্ক ।

### প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

কল্পনাপুরের অন্তঃর্গত ঘানীপাড়ার রাজবাটী ।

বাসবচন্দ্রের বৈঠকখানা ।

বাসবচন্দ্র, প্রলাপচন্দ্র, ও কতিপয় মোসাহেব ও
পারিষদ আসীন ।

বাসব । ( স্বগত ) আর রাজার সম্ভ্রম ত রাখ্‌তে পারিনে । ওদিকে বিবিজানের বাড়ী তৈয়ের হচ্চে তার ইট, কাঠ, চুন, সুরকী, বালী ও অন্যান্য মিস্ত্রীদের মবলগ পাওনা হয়েছে, ওদিকে বিবিজানের তর বেতর পোসাক তৈয়ার হচ্চে, তার কাপড়ের দামও ৭০ সত্তর জন দরজী খাট্‌চে তারাও মবলক পাবে, ওদিকে সেন সাহেবের বাড়ী থেকে নিত্য নতুন নতুন খাদ্য আসছে

তারও অনেক টাকার বিল হয়েছে এই আজ কাজ বিল নিয়ে এসে আরকি, এ ছাড়া ত রাধাবাজার লালবাজার ওদের দেনার আর কথাই নেই। সে সব নিত্য বাড়চে বই আর কমচে না। আবার সে দিন যে মহা সমারোহে ভোঁদড়ের বিয়েটী দিয়েছি, তারও এখনও অনেক টাকা দেনা রয়েছে, এ সব না দিতে প্পাল্লে ত আর মান থাকে না, কিন্তু বাজারেও ত আর টাকা পাওয়া যায় না। দু টাকা চারি টাকা পাঁচ টাকা ও দশ টাকা সুদ স্বীকার কল্লেও কেউ টাকা দিতে চায় না, দালাল বেটারা রোজ রোজ আসে, এসে বাড়ীর সাম্‌নে যেন হাট বসিয়ে দেয়, কিন্তু কারু দ্বারা আর কিছু হয় না এখন করি কি? (প্রকাশ্যে) ভট্‌চায্‌——

প্রলাপ। আজ্ঞে।

বাসব। দালালরা কেউ এসেছিল?

প্রলাপ। আজ্ঞে হ্যাঁ এসেছিল, বলে গেল হল না।

বাসব। যাক দূর হউক্।

(দু পায়ে মন্‌টিথের বাড়ীর জুত ও চারি যোড়া ফুল মোজা খুনখারাপী রকমের কাল পেড়ে ঢাকাই ধুতি পরা গায় সাটিনের কোট ওয়াচ্‌গার্ড ও ঢাকাই উড়ানি কুচিয়ে ফেলা দু হাতের দশ আঙ্গুলে কুড়িটে আঙ্গটী চোকে বুলুরঙ্গের চসমা মাতার মাঝখানে ঈয়াগোছের সিঁতী কাটা, সহাস্য বদনে যোগীন্দ্র চাটুর্য্যের প্রবেশ।)

বাসব। হাল্লো চাটুর্য্যে খবর কি বল।

যোগী। খবর ভাল, পটিয়েছি, কিন্তু অদ্ধা অদ্ধী।

বাসব। অদ্ধা অদ্ধী কি রকম ?

যোগী। আজ্ঞে যা সহী করিবেন তার অদ্ধেক পাবেন।

বাসব। এই বই ত নয়, আর কিছু খরচ নেই ?

যোগী। আর দালালী ও কমিশন।

বাসব। কমিশন কি ?

যোগী। আপনি যে সব ভুলে যান যে, কতবার দিয়ে এলেন মনে হয় না ?

বাসব। তা থাক্‌গে তার জন্যে আর আটক খাবে না। বলি কত ঠিক করেছ কত ?

যোগী। তা যাই লউন পঞ্চাশ হাজার লউন লাক দু লাক দশ লাক যা আপনার ইচ্ছা।

বাসব। হা! হা! হা! ( হাস্য করিয়া ) তা যাও তুমি কিছু জল খাওগে, তোমার মুখখান একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে তার পর এখন আমাকে কি কর্ত্তে হবে বল ? আমি সহি করে দিই তুমি যাতে যা হয় করে নিয়ে এস।

যোগী। যে আজ্ঞে।

বাসব। দেখ চাটুর্য্যে তুমি সকলকে বলবে যে আমার এই বয়স প্রাপ্ত হতে আর অল্প দিন বাকী আছে, আমি বয়স প্রাপ্ত

হলেই সকলের সব কড়ায় গণ্ডায় একেবারে চুকিয়ে দেব কিছু মাত্র ভয় নাই।

যোগী। আজ্ঞে না তা আর বলতে হবে না, সে সকলেই জানে।

বাসব। ভট্‌চায্‌।

প্রলাপ। আজ্ঞে।

বাসব। দেখ ত ঠিকুজীখানা আমার আর বয়স প্রাপ্ত হতে কত বিলম্ব আছে?

প্রলাপ। ( ঠিকুজী খুলিয়া ) আজ্ঞে আপনার হয়ে এয়েছে মহাশয়, আপনার আর বড় বিলম্ব নেই।

বাসব। তবু কত দেরি আছে হে?

প্রলাপ। আজ্ঞে আর পাঁচ মাস দেরি আছে, আগামী ভাদ্র মাসে আপনি বয়স প্রাপ্ত হবেন।

বাসব। দেখ ভট্‌চায্‌ যোগীন্দ্র বড় চালাক লোক, যে কাজ কেউ পারে না যোগীন্দ্র তাহা অনায়াসে পারে।

প্রলাপ। আজ্ঞে যোগীন্দ্র কত বড় লোক মহাশয়, হটাৎ আপনার এই যে উন্নতিই বলুন, আর শ্রীবৃদ্ধিই বলুন, যোগীন্দ্রই তাহার মূল। যোগীন্দ্র ভিন্ন কি এ সব কিছুই হইত? আর যোগীন্দ্র না থাক্‌লে আপনার এ সব কীর্ত্তি কলাপ কিছুই বজায় থাকিত না, যোগীন্দ্র এক দণ্ড না থাক্‌লে আপনার কোন দিকেই চলে না। আহা! বেঁচে থাকুক প্রাতঃস্মরণীয়, বড়

ঘরআনা, বিশিষ্ট সন্তান। যোগীন্দ্র, তোমার বাপের নামটী কি ভাই ? কোনও খানে পরিচয় দিতে হলে সে নামটা বড় খুঁজে পাইনে।

## ত্রিলোচন তর্কবাগীশের প্রবেশ।

বাসব। কিগো পুরুত্ ঠাকুর কি মনে করে ?

ত্রিলোচন। আজ্ঞে মনে করে এই যে আগামী পরশ্ব তারিখে আপনার জন্মতিথি পূজা হল তার কিছু আতব তণ্ডুল রম্ভা বস্ত্র ও অন্যান্য যা কিছু আবশ্যক সে গুল আহরণ কর্ত্তে হবে আর ব্রাহ্মণ যে কয়েকটীই বলুন সে গুলিকেও ত বলে রাখতে হবে, তাই আপনাকে একবার বলতে এলাম।

বাসব। (বিরক্তভাবে) যাও, যাও, তুমি যাও, তোমার আর ব্রাহ্মণ বলে রাখ্‌তে হবে না। আজ কি না অমাবস্যা, আজ কি না পূর্ণিমে, আজ কি না একোদ্দিষ্ট, আজ কি না হ্যান, আজ কি না ত্যান, আজ আবার জন্মতিথি পূজ বলে একটা ধ্যান করে এসেছেন, দেখ আমার কাছে আর ও সকল চালাকি টালাকি চল্‌বে না। জন্মতিথি পূজ আছে আমারই আছে তা তোমার কি ? সে যা কর্ত্তে হয় আমি কর্ব্বো দশ জনে টের পাবে।

(অধবদনে তর্কবাগীশের প্রস্থান।)

বাসব। যোগীন্দ্র।

যোগী

বাসব। জন্মতিথি পূজাটা কোথায় কি রকম করা যায় বল দেখি?

যোগী। আজ্ঞে, ও বাড়িতেই করুন। ভোঁদড়ের বিয়েটী যেমন সমারোহ পূর্ব্বক দিয়েছিলেন, দশ জনে জান্তে শুনতে পেরেছে এটীও সেই রকম করে করুন, তাহলেই কাজে যশ পাবেন।

বাসব। কোথায়, বিবিজানের ওখানে?

যোগী। আজ্ঞে।

বাসব। আরে আমিও ত তাই বল্‌ছি হে। ভটচায্ কি বল?

প্রলাপ। আজ্ঞে তার আর জিজ্ঞাসা কি। ঐ ত প্রশস্ত স্থান ওই কর্ত্তব্য।

নেপথ্যে। আ ও স্থান মণি কর্ণিকার ঘাট আর কি।

বাসব। এখন কি রকম কি করা যায় বল দেখি, এদিক-কার খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে সকল রকমেরই মাংস বিবিজানের ওখাননেই সব তৈয়ের হবে। কিবল হ্যামটা সেন সাহেবের বাড়ী থেকে আনতে হবে সেটী বিবিজানের ওখানে কিছুতেই তৈয়ের হবে না। দেখ তোমাদের সকলকেই বল্‌চি, হ্যামটা যে কি তা যেন বিবিজান জানতে না পারে, তা হলে বড় বিপদ ঘটিবে, বলো এ একটা নূতন জিনিস। খুব খবরদার।

প্রলাপ। (চুপি চুপি) তাহলেই শ্রাদ্ধ গড়াবে, আজ্ঞে না তা কোনও মতে জানতে পারিবে না।

যোগী। আজ্ঞে, সে বিষয় আমাকে কিছু আর বলিতে হবে না মহাশয়! আমিই ত সব কচ্চি কর্ম্মাচ্চি।

বাসব। দেখ যোগীন্দ্র, এবারকার মালটা আর রাধাবাজার থেকে এননা বেটারা কেবল ঠকায় আর জল দেয়। যাও তুমি নিজে যাও, গিয়ে কোনও ইংরেজের বাড়ী থেকে খুব উত্তম জিনিস যা তাই দেখে শুনে নিয়ে এসগে। যাও আর দাড়িয়ে থেকনো। দিন নেই আর। শীঘ্র যাও, ভট্‌টায্‌ তুমি নিমন্ত্রণের পত্রগুল লেখ।

যোগী। যে আজ্ঞে চল্যেম মহাশয়।

[ যোগীন্দ্রের প্রস্থান।

## পিতৃহীন গলায় কাচা একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। ( হাতে পইতা জড়াইয়া ) জয় হউক বাবুর।

বাসব। কে তুমি ? তোমার বাড়ী কোথায় ?

ব্রাহ্মণ। আজ্ঞে আমি আশীর্ব্বাদক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আমার বাড়ী গঙ্গার পশ্চিম পার বদ্দিবাটী সংপ্রতি পিতৃহীন অদ্য অষ্টাহ হইল, অতি গরিব আজ খাই এমন সঙ্গতি নাই, আপনি দাতা ভক্তা, প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা, ক্ষণজন্মা, যোগভ্রষ্ট, আপনার গুণের পরিসীমা নাই আপনার দান অসীম ও জগৎ ব্যাপ্ত ও আপনার নিকট অবারিত দ্বার, অতএব আপনার নিকট এসেছি যাহাতে এ দায় হইতে উদ্ধার হই, কিঞ্চিৎ ভিক্ষা।

বাসব। (মহা ক্রুদ্ধভাবে) আঃ সহরে আর বাস কত্তে দিলে না দেখ্‌ছি। তোমার বাপ মরেছে তা আমার কি? আমার কি তা বল? একি মেয়েমানুষের বিষয় পেয়েছ যে হাতবাড়ালেই পাবে, ইনি কে না পিতৃহীন, ইনি কেনা মাতৃহীন, ইনি কে না কন্যাদায়গ্রস্ত, ইনি কে না গ্রন্থকার, ইনি কে না সম্পাদক, ইনি কে না শিব প্রতিষ্ঠা করবেন, এখানে কি না স্কুল হবে, এখানে কি না ডাক্তারখানা হবে, এখানে কি না বর্ষাকালে এক গলা জল হয়, একটি সেতু বাঁদতে হবে ইত্যাদি এইরূপ সকল বিষয়ের যে যা মনে করিবে, সেই তাই করিবে বটে, একি লুট নাকি যাও এখানে এখন আর সে রকম নেই, এ সব পুরুষ বাচ্চা! যাও যাও এখানে ওসব কিছু হবে টবে না, সহরে অনেক বড়মানুষ আছে সেখানে যাও। কেআছিস্ রে, জুয়াচোর বেটার গলায় হাত দিয়ে বার করে দে।

[ব্রাহ্মণ অপমানিত হইয়া অধবদনে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।]

[পঠ পরিবর্ত্তন]

প্রকাশ্য রাস্তা।

## একটী ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ।

ভদ্রলোক। মহাশয়েয় কোথা যাওয়া হইয়াছিল?
ব্রাহ্মণ। আর সে দুঃখের কথা বলবেন না, রাজবাড়ী।
ভদ্রলোক। রাজবাড়ী কেন?

ব্রাহ্মণ। পিতৃহীন কিঞ্চিৎ ভিক্ষা।

ভদ্রোলোক। তার পর।

ব্রাহ্মণ। গলাধাক্কা।

ভদ্রলোক। দেখুন মহাশয়, এখানে আর এখন ওরকমে কিছু হবে না, সে কাল গিয়াছে, এখন আমি যা বলে দিই তাই করুন, যে তা হলে কিছু পাবেন।

ব্রাহ্মণ। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আজ্ঞে করুন, আপনি কি বলিবেন বলুন, আপনি যা বলিবেন আমি তাই করিব।

ভদ্রলোক। আপনি এক কর্ম্ম করুন, একখানি কালাপেড়ে ধুতি পরুন এক যোড়া কালা বুটজুত পায় দিন গায় একটী বেলদার পিরাণ দিন একখানি ফরেশডাঙ্গার উড়ানি কুচিয়ে কাঁদে ফেলুন আপনার দাঁত নাই তা মাড়িতেই বেশ করে মিশীর কস লাগান তার পর রুক্ষ পাকাচুলে টেড়ী ফিরিয়ে ওখানে যান, গিয়ে, বলুন যে আমার বালককাল থেকেই সকল রকম নেশাই করা আছে, অনেক বেশ্যা অনেক যুবকী আমার দ্বারা প্রতিপালিত হয়েছে, এখনও নেশা, ভাং সব রকম আছে এবং তিনটী রক্ষিত বেশ্যাও আছে। এখন নিজে অতি প্রাচীন হয়েছি অন্য কাজ কর্ম্ম আর কিছু করিতে পারি না যা সঞ্চিতও কিছু নাই যে বেশ্যার খরচ ও মৌতাতের খরচ চালাই। অবস্থা বড় মন্দ, অতএব আপনার নাম শুনে এই নড়ী ধরে ধরে আপনার কাছে এসেছি, এখন যাহাতে মেয়েমানুষ তিনটী প্রতি-

পালন কর্ত্তে পারি ও আমার মৌতাত গুলিন সব চলে এমন একটা কিছু আজ্ঞে কর্ত্তে হবে। যান এই রকম গিয়ে বলুন তা হলে অবশ্যই কিছু হবে, বস্ত্রাদি আপনার সঙ্গে নাই ও তা এই লউন আমি সব দিচ্ছি।

( বস্ত্রাদি প্রদান ও ভদ্রলোকের প্রস্থান।)

# প্রথম অঙ্ক।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

### বাসবচন্দ্রের বৈঠকখানা।

বাসবচন্দ্র, প্রলাপচন্দ্র ও অন্যান্য পারিষদ আসীন।

বাসব। তার পর ভট্‌চায্‌, সে বিষয়ের কি হলো?

প্রলাপ। আজ্ঞে. সে বিষয়ের সব হচ্চে।

কাল বুটজুত পায় কালাপড়ে ধুতি পরা, বেলদার পিরান গায় ও ফরেসডাঙ্গার উড়ানী কুচীয়ে কাঁধে ফেলা মাড়ীতে মিশী, পাকাচুলের টেড়ী কাটা একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

বাসব। কে আপনি? আপনার নিবাস কোথায়? কোথা হইতে আসা হইতেছে।

ব্রাহ্মণ। নিবাস আমার বেশ্যালয়, কখন কখন মাতুলাশ্রয় শুঁড়ির দোকানে ও গুলির আড্ডায়ও বাস করিয়া থাকি। আমার নাম রসিক চূড়ামণি দেবশর্ম্মা এক্ষণ হাড়কাটার গলি হইতে আসা হচ্চে।

বাসব। আস্তে আজ্ঞে হউক, কি মনে করে মহাশয়?

ব্রাহ্মণ। মনে করে এই যে, আমার দশ বছর বয়ক্রম থেকেই আমি সকল রকম নেশাতে পরিপক্ক হয়ে আছি, এমন কোনও বেশ্যা নাই বা এমন কোনও ঘুষকী নাই যে আমার সঙ্গে আলাপ নাই। এখনও সকল রকম নেশাই মৌতাত আছে এখনও তিনটী রক্ষিত বেশ্যাও আছে, কিন্তু নিজে অতিশয় দুর্ব্বল ও নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়েছি কোনই কাজ কর্ম্ম করিতে পারি না, পূর্ব্ব সঞ্চিতও কিছু নাই অতএব আপনার নাম শুনে এই নড়ী ধরে আস্তে আস্তে খোড়াতে খোড়াতে আপনার নিকট এসেছি, এখন যাতে মেয়েমানুষ কয়েকটী বেহাত না হয় ও আমার সকল রকম মৌতাত গুলি চলে এমন একটা বিহিত অনুমতি কল্লেই আমার যথেষ্ট উপকার করা হয়, আর আপনারও চিরস্মরণীয় কাজ করা হয়।

বাসব। তাইত হে ভট্চাজ, আহা! লোকটা ত বড় বিপদ গ্রস্ত হয়েই পড়েছে দেখ্‌চি, কিছু দিতে হচ্চে।

প্রলাপ। আজ্ঞে ওর আর জিজ্ঞাসা কি? ও সকল কাজে আর বিলম্ব কর্‌বেন না। এখনি দিন, আহা! লোকটার

হাই উঠছে আমি দেখতে পাচ্চি।

বাসব। খাজাঞ্চি কোথায় হে?

### খাজাঞ্চির প্রবেশ।

খাজাঞ্চী। আজ্ঞে।

বাসব। (অঙ্গুলী দ্বারা নির্দ্দেশ) এই ইহাঁকে পাঁচশত টাকা দাও; এখনি দাও।

খাজাঞ্চী। যে আজ্ঞে।

ব্রাহ্মণকে ইঙ্গিত করিয়া খাজাঞ্চীর প্রস্থান।]

ব্রাহ্মণ। বাবু যে কাজ কল্লেন তাহা চিরস্মরণীয় কোন কালেই ভুল্‌তে পার্‌ব না, তবে বিদায় হই, পরে আবার সাক্ষাৎ হবে।

[ প্রস্থান ]

(উচ্চৈঃস্বরে) কোথায় খাজাঞ্চী মহাশয়?

নেপথ্যে। এই দিকে আসুন, (খাজাঞ্চীর প্রতি) তবে নগদ টাকাটাই দিও বাবু, নম্বরারী নোট ফোট দিও না।

খাজাঞ্চী। আমি আপনাকে একটী পাঁচ শত টাকার তোড়াই দিচ্চি, লউন।

ব্রাহ্মণ। দেন (টাকা লইয়া দ্রুতবেগে পশ্চাৎ তাকাইতে তাকাইতে প্রস্থান।)

খাজাঞ্চী। (স্বগত) এ লোকটাকে কোথায় দেখেচি মনে হচ্চে। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) ও হো, কাল বাবুর কাছেই

দেখেছিলাম যে। সেই গলায় কাচা দিয়ে এসেছিল না, হুঁ সেই বটে। যাই বাবুকে একবার বলিগে।

( প্রস্থান )

## খাজাঞ্চীর প্রবেশ।

খাজাঞ্চী। কল্লেন কি মহাশয়, আপনি কল্লেন কি ?

বাসব। ক্যান কি হয়েছে বল দেখি ?

খাজাঞ্চী। ও সেই পিতৃহীন বলে গলায় কাচা দিয়ে যে বামুন কাল আপনার কাছে এসেছিল, ও সেই জুয়াচোর বামন। ভোল ফিরিয়ে এসে আপনাকে ফাঁকি দিয়ে ঠকিয়ে নিয়ে গেল।

বাসব। বল কি খাজাঞ্চী, বল কি সত্তি নাকি ?

খাজাঞ্চী। সত্তি বই কি মহাশয় ওই দেখুন এখন রাস্তায় গিয়ে আবার সেই কাচা পরে যাচ্চে।

বাসব। ( কিঞ্চিৎ ভাবিয়া ) তা আমি ত ওর আবগারির মৌতাত ও বেশ্যার খরচ বলে দিয়েছি, তা ও এখন যা খুসি তাই করুকগে না কেন। কি বল ভট্‌চায্‌?

প্রলাপ। আজ্ঞে তার আর সন্দেহ কি আপনি ত ওর নেশার জন্যে ও রাঁড়ের খরচ বলেই দিয়েছেন, তা ওবেটা এখন কাশীতে গিয়ে মন্দির প্রতিষ্টা করুক না ক্যান। আপনার তাতে বয়ে গেল !!

( খাজাঞ্চীর প্রস্থান )

কয়েক বাক্‌স মদ মাতায় করিয়া একজন চাষা
মুটে ও যোগীন্দ্রের প্রবেশ।

বাসব। এই যে যোগীন্দ্র এসেছে, আ বাঁচা গেল আমি আরও ভাবছিলেম, এত দেরি হল ক্যান? এখন আনা হয়েছে ত?

যোগীন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ আনা হয়েছে।

বাসব। খুব ভাল জিনিস হবে? কেউ খেয়ে নিন্দে করিবে না ত?

যোগীন্দ্র। নিন্দে করবে কি মহাশয়; অনেক ঘুরে ঘুরে এ মাল পেয়েছি এ অতি উত্তম জিনিস সবে কাল জাহাজ থেকে উঠেছে।

বাসব। বেশ বেশ ভাল হলেই ভাল মাল কই দেখ্‌তে পাচ্চিনে যে?

যোগীন্দ্র। আজ্ঞে ওইযে মুটের মাতায়। মুটে এইদিকে এসে তোর মোট নাবারে।

মোট মাতায় চাষা মুটের প্রবেশ।

চাষা। এজ্ঞে মুই আর নাকৃতি পাচ্চিনি মুশাই। ইঃ বড্ডি ভার, তোমরা কেউ একবার হা দ্যাও। আর পাল্লাম না, ফ্যাল্লাম বুঝি। হা দ্যাও, হা-হা-ওইঝা। (মোট সজোরে ভূমে পতন) [মুটে মোট ফেলিয়া অপ্রতীভ ও জড়ষড় হইয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান]

[বাসবচন্দ্র, প্রলাপচন্দ্র, যোগীন্দ্র এবং অন্যান্য পারিষদ ও মোসাহেব সকলেই এককালে]

( হাঁ হাঁ হাঁ কি হল কি হল সর্ব্বনাশ হল দেখ দেখ মালের মোট একেবারে ফেলে দিয়েছে। )

যোগীন্দ্র। ( দ্রুতবেগে গিয়া ) ওরে বেটা কি কল্লি, একেবারে সর্ব্বনাশ কল্লি? মালের মোট ফেলে দিয়াছিস?

মুটে। এজ্ঞে ফ্যাল্লাম।

যোগী। মর বেটা ফ্যাল্লাম কিরে দেখ্‌দিকি মালের বোতল ভেঙ্গে গিয়েছে?

মুটে। আরে তোমাদের বল্লাম একবার হা দ্যাও, মুই আর নাকৃতি পাচ্চিনি তা তোমরা তা কাণে কল্লে না, তাইতি মুই ফ্যালাম তা ভাঙ্গবে নাত কি হবে?

যোগী। আমর বজ্জাত বেটা, আবার বলে কি না ভাঙ্গবে নাত কি হবে? সর্ব্বনাশ করেছে মহাশয়, একটা মালের বোতল ভেঙ্গে ফেলেছে।

বাসব। অ্যাঁ অ্যাঁ কি বল্লে একটা বোতল ভেঙ্গে ফেলেছে, একেবারে ভেঙ্গে ফেলেছে?

যোগী। আজ্ঞে একেবারে ভেঙ্গে ফেলেছে।

বাসব। ( সক্রোধে ) মার বেটাকে জুত মার, বেটা আমার একেবারে সর্ব্বনাশ করেছে! এক বোতল মাল নষ্ট করেছে।

যোগীন্দ্র। (ছুটে গিয়া মুটের পৃষ্ঠদেশে সজোরে এক চপেটাঘাত)

(মুটে মারখাইয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বাসবচন্দ্রের নিকট আসিয়া।)

মুটে। বলি হ্যাঁরা নাজা, তুই না বড় মানুষের ছাওয়াল বড়মানুষ, ওরে তোরে বড় মানুস কল্লে কেডা, তুই যে বড্ডি হুকুম দিলি আর তোর সরকেরে মোরে মাল্লে ক্যান কতি পারিস?

বাসব। দেখ্ বেটা ফের যদি কথা কবি তবে তোরে জুতিয়ে আটাপেসা করে দেব একেবারে। বেটা তুই মোট ফেলে দিলি দিয়ে কি না আমার মালের বোতল ভাঙ্গলি?

মুটে। মুই ত মোট ফ্যাল্লাম, মুই চার পএসার জন্নি সেই নালদিগী থেকে আঁন্‌লাম, এনে আর নাকৃতি পালাম না তা তোর উটোনেই ফ্যাল্লাম। ফ্যাল্লামই তো কিন্তু তোর মোট কনে? তোর মোট তুই কি নাক্তি পাচ্চিস? তোর ঘাড়ে ঝে হাত বড় বোঝা চেপিয়ে দিয়ে দীন দুনিয়ার মালিক করে খোদা তোরে পএদা করে পেটিয়ে দলে আবার দ্যাখ্‌লে তুই মাতাকাড়া দিইছিস বলে ঝা অনেক মর্দ্দেই নাক্তি পারে না, সেই জোয়ানি বোঝা (যৌবন ভার) আবার তার উপর তোর ঘাড়ে চেপিয়ে দেলে তুই তার কোন্ মোটটা নাক্তি পাচ্চিস ক দিনি? তোর মোট ঝে হাটে মাটে ভাগাড়ে গড়াগড়ি যাচ্চে। তা কিছু বুজতি পাচ্চিস্?

বাসব। আরে বেটা তুই আমার মালের বোতল ভাঙ্গলি কেম তুই কেন আমার বৈঠকখানার একটা ঝাড় ভাঙ্গলিনে তা হলে কি আমি তোকে কিছু বল্‌তাম ?

মুটে। ভাঙ্গবে—ভাঙ্গবে তোর ঝাড় ভাঙ্গবে, ঝে ভাঙ্গবে সে সব দ্যাক্‌চে। হাতুড়ীও গড়চে, তোর ঝাড় ভাঙ্গবে হাড় ভাঙ্গবে, ঘাড় ভাঙ্গবে,তোর সব ভাঙ্গবে, কিচু কি নাক্‌বে, তখন দেক্‌তি পাবি।

বাসব। বেটা কি বলে ভট্‌চায্, আমি ত ওর কথা কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

প্রলাপ। আজ্ঞে, বেটা গাঁজা খেয়েছে মহাশয়, তাইতে অত আবল তাবল বক্‌চে।

বাসব। ঠিক কথা, দ্যাও দ্যাও ওকে চারিটে পয়সা দিয়ে বিদেয় করে দ্যাও।

প্রলাপ। যে আজ্ঞে নে বেটা নে এই চারিটে পয়সা নিয়ে যা।

( পয়সা লইয়া মুটের প্রস্থান )

বাসব। ওহে যোগীন্দ্র, তোমরা সব কর্‌ছ কি ? ওদিকে্ যে দিন নেই আর ! রাত পোহালেই হল ক্রিয়ে, তা অন্যান্য যে সব জোগাড় কত্তে হবে তারত কিছুই হয়নি এখনও।

যোগী। আজ্ঞে সব ঠিক হয়েছে কোনদিকে কিছু আর বাকী নাই।

বাসব। তা তুমি যখন আছ, তখন আর কিছু বল্‌তে হবে না। ভট্‌চায্ তুমি নিমন্ত্রণের কি করেছ বলদেখি? কলু-টোলা, মুরগীহাটা, মেছোবাজার, হাড়কাটার গলি অনেক জায়গায় যে বলতে হবে হে? নিমন্ত্রণের পত্রগুল সব লেখা হয়েছে ত?

প্রলাপ। আজ্ঞে হ্যাঁ সব লেখা হয়েছে।

বাসব। কই নিয়ে এস দিকি দেখি পত্র খানা কি রকম লিখেছ শুনি?

প্রলাপ। (পত্রিকা লইয়া) তবেঁ শুনুন মহাশয়।

বাসব। পড় শুন্‌চি।

প্রলাপ। (উচ্চৈঃস্বরে) পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রীলশ্রীযুক্তা প্যারীজান, মতিজান, চুনিজান ও পান্নাজান ওগায়রহ সম্ভ্রান্ত বিবিজানগণ অশেষ শ্রদ্ধাস্পদেষু।

যথা বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন মেতৎ।——

আগামী কল্য অর্থাৎ আগামী ২৫শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার আমার শুভ জন্মতিথি পূজা, তদুপলক্ষে উক্ত দিবসীয় রজনী যোগে জানবাজারস্থ লবেজান বিবির ভবনে মহা সমারোহে উপস্থিত ক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন হইবেক, অতএব আপনারা অনুগ্রহ করিয়া সবান্ধবে উক্ত দিবসীয় রজনীতে উক্ত জানবাজারস্থ লবে-জান বিবির আলয়ে উপস্থিত হইয়া যথা পদ্ধতি ক্রিয়া সম্পন্ন

করাইবেন, পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, ইতি ১২৮৭ সাল ২৪শে বৈশাখ।

একান্ত অনুগত আপনাদিগের
শ্রীবাসবচন্দ্র

বাসব। বা বা বেস হয়েছে, অতি উত্তম হয়েছে। ভট্চায্‌কে আর কিছু বলে দিতে হয় না, এখন এক কর্ম্ম কর দেখি, যাও ঐ ঘরের গাড়ি নেও ও বড় সাদা জুড়ীটে ন্যাও নিয়ে সব জায়-গায় নিমন্ত্রণ করে এস, তুমি যাবে কি? না আর কারুকে পাঠিয়ে দেবে।

প্রলাপ। আজ্ঞে না, আমি যাব না এখানে যে অনেক কাজ আছে, আমাকে আবার সে সব গোছাতে হবে, আর কারুকেই পাঠিয়ে দিচ্চি।

বাসব। তা ঠিক কথা। তুমি গেলে চলবে না তা দাও আর কারুকেই পাঠিয়ে দাও, দেখ ভাল করে বলে দিও কলু-টোলা, মুরগীহাটা, মেচোবাজার, হাড়কাটার গলি ও চুণাগলি প্রভৃতি কোনও থানে যেন বলতে বাকী থাকে না।

প্রলাপ। আজ্ঞে না বাকী থাক্‌বে কেন? সব বলা হবে।

বাসব। ভাল কথা মনে হয়েছে, আর একটা কথা বলে দেই, আমার সদলস্থ ঐ ঠনঠনের মোড়ে ও বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী তলায় কয়েক ঘর আছেন তাঁহাদেরও যেন অবশ্য অবশ্য বলা হয়, কোন মতে ভুল হয় না যেন।

প্রলাপ। যে আজ্ঞে কিছুতেই ভুল হবে না।

(সকলের প্রস্থান্)

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জানবাজার লবেজান বিবির ভবন।

[অদ্য ২৫শে বৈশাখ বৃহস্পতিবারের রজনী বাসবচন্দ্রের জন্মতিথি।]

(চারি দিক হ'তেই একেবারে নিমন্ত্রনো অনিমন্ত্রন্যে সকলে এসে বাড়ী ভরে ফেলেছে ও তাহাদের রৈ রৈ শব্দে কাণপাতা যাচ্চে না, এমন সময় বাসবচন্দ্র, প্রলাপচন্দ্র, যোগীন্দ্র ও অন্যান্য মোসাহেবগণ সমভিব্যাহারে আপনার দল বল সহিত উপস্থিত হইয়া গুডনাইট, আস্‌তে আজ্ঞা হয়, বসুন, তামাক দেরে, হুকয় জলফিরিয়ে নিয়ে আয় ইত্যাদি সম্মান সূচক বাক্য প্রয়োগ দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করে যেন লাটীম ঘুরে বেড়াচ্চেন কোনও দিকে পেয়াজ রসুনের খোষায় ও হাঁস, মুরগি ঘুঘু প্রভৃতি নানা বিধ পাখীর পালকে যেন বাড়ী আলো করে রয়েচে, কোনও দিকে নানা জাতীয় জীব জন্তুর হাড় ও চামড়া লইয়া কুকুরগুলু ঝকড়া ও টানাটানি কর্চ্চে, আহা! দেখলে চক্ষু জুড়িয়ে যায়।

কোনও দিকে পোলাও, কালিয়ে,কাবাব প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য তৈয়ের হচ্চে, এবং তাহার গন্ধ চারিদিকেই ভূর্ ভুর্ কচ্চে। কোনওদিকে পলাণ্ডু মিশ্রিত নানা জাতীয় জীব জন্তুর মাংস রসুই ও দগ্ধ হচ্চে, এবং তার মনোহর গন্ধে একেবারে বাড়ী মাতিয়ে তুলেছে, কোনওদিকে খানশামারা মালের বোতল ও গেলাস হাতে করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, বলিহারী যাই। ক্রমে রাত্রি দশটা বেজে গ্যাল, সকলের আহারের সময় উপস্থিত।

লবেজান বিবির গৃহ।

**ওদিকে লবেজান বিবি ও অন্যান্য কয়েক জন নিমন্ত্রনে এদিকে বাসবচন্দ্র, প্রলাপচন্দ্র যোগীন্দ্র ও অন্যান্য কয়েক জন মোসাহেব আসীন।**

বাসব। (আলবোলায় তামাক টানিতে টানিতে) কেমন হে ভট্চায দেখচ কেমন? দক্ষযজ্ঞ আর কি। এ রকম আর কখন কি কোথাও দেখেছিলে?

প্রলাপ। আজ্ঞে আমি দেখ্‌ব কি, এ রকম আমার বাবাও কখনও কোনও খানে দেখেন নাই, দক্ষযজ্ঞ কি মহাশয় আপনার এ মহা যজ্ঞ। শুনা আছে যে, পূর্ব্বে দেবতারা বা মুনি ঋষিরা গোমেধ অশ্বমেধ ও ছাগমেধ প্রভৃতি কোনও সময়ে কোন কোনও যজ্ঞ করেছিলেন বটে, কিন্তু আপনার এ যে এক

সময়েই সব রকম যজ্ঞ হচ্চে। এতে গোমেধ, বরাহমেধ, ছাগ মেধ ও মেষমেধ প্রভৃতি কোনও মেধেরই অভাব নাই, অতএব আপনার এ মহা যজ্ঞ, আপনার মত পূণ্যবান কে আছে ?

বাসব। হাঃ হাঃ হাঃ ( হাস্য করিয়া ) ওরে ভট্চায্‌কে হুকয় জল ফিরিয়ে তামাক দে। কি জান যখন যে ক্রিয়ে কত্তে হয় তা একটু ভাল করে করাই ভাল।

প্রলাপ। আজ্ঞে একটু ভাল করে বল্লেন যে ? এরচেয়ে ভাল করে আর কেউ কখন পেরেছে, না কেউ কখন পার্ব্বে ? হাঁ পূর্ব্বে এক মহাপুরুষের কথা শুনিচি বটে যে তিনি খুব সমারোহ করে একটী কুকুরেরবিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সেই কুকুরের বিয়ে পর্য্যন্তই শেষ তাঁর দ্বারা আর কখনও কিছু হয়নি, আপনার এ যে নিত্য নূতন নূতন অদ্ভুত ক্রিয়া ও নিত্য নূতন নূতন অদ্ভুত কীর্ত্তি। আহা ! বেঁচে থাকুন দীর্ঘজীবী হউন, আপনার মত ক্ষণজন্মা পুরুষ কে ? আপনি যথার্থই শুভক্ষণে জন্মেছিলেন, আর আপনার এইরূপ সকল কাজে মতি ও শ্রদ্ধা আছে বলেই ভগবান আপনাকে প্রচুর পরিমাণেই দিয়েচেন।

বাসব। যাক রাত ঢের হয়েছে এখন আর কথায় কাজ নেই খাবার আনতে বল। ( উচ্চৈঃস্বরে ) ওরে খাবার নিয়ে আয় সব জায়গা করে দে।

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

(খানসামারা নানা রঙ্গের ডিসে করে নানা রকম খাদ্য ও মাদের বোতল এবং গেলাস লইয়া উপস্থিত।)

বাসব। (এক পাত্র মদ্য লইয়া) বিবিজান প্রথমে তুমি ন্যাও তুমি আমাদের প্রত্যক্ষ দেবতা আগে তোমাকে নিবেদন করে না দিয়ে আমাদের খাওয়া হতে পারে না। (মদ্য প্রদান) [পরে আপনি এক গেলাস, দু গেলাস ও তিন গেলাস টানিয়াই নৃত্য ও গান।]

রাগিণী চীৎকার তাল কাণেতালা।

(গানটী অনাবশ্যক বোধে এখানে দেওয়া হইল না, এক পাঠশালার ভাবুক পাঠকগণ অনাশেই বুঝিতে পারিবেন (নৃত্য করিতে করিতে নানা রকম খাদ্য লইয়া বিবিজানের মুখে অর্পণ।)

প্রলাপ। বা বা বা, আ যুধিষ্ঠির যেন দ্রৌপদীকে নিয়ে রাজসূয় যজ্ঞ কচ্চেন গো? (উচ্চৈঃস্বরে) কোথায় দেবতারা সব একবার দেখে যাও।

বাসব। যোগীন্দ্র, হ্যাম হ্যাম, বলি হ্যাম আসেনি?

যোগী। আজ্ঞে হ্যাঁ এসেচে বইকি মহাশয়, (অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) আজ্ঞে ঐযে।

বাসব। (হ্যাম লইয়া বিবিজানের মুখে অর্পণ) প্রিয়ে খাও খাও এ তোমার এক নূতন জিনিস এ জিনিস তুমি কখনই

খাওনি এ তোমার জন্যেই সেই সেন সাহেবের বাড়ী থেকে এনেছি বেশ করে খাও। ( পুনরায় নৃত্য )

লবেজান। একে কি বলে ভাই বাসব? এ জিনিসের না কি বলনা শুনি ?

বাসব। (নৃত্য করিতে করিতে) এর নাম ঘুঁত ঘুঁতে।

লবেজান। ঘুঁত ঘুঁতে কি ভাই, কি ভাই বুজ্‌তে পাল্লেম না ত। বলি ও কি, ছি ভাই মাতলামী কর ক্যান, ভাল করে বল্‌না শুনি।

( আ জিনিসের এমনি গুণ যে পূর্ব্বাপর বা ইহকালে পরকাল কিছুই মনে থাকে না )

বাসব। ( নেশায় মন খুলিয়া গিয়া ) ঘুঁত ঘুঁতে বুজ্‌তে পাল্লে না ? শূয়ার শূয়ার বড় বড় শূয়ারের মাংস।

লবেজান। ক্রোধে অন্ধ হইয়া ) অঁ্যা কি বল্লি "হারাম" তুই আমার ধর্ম্ম নষ্ট কল্লি। ( গলায় আঙ্গুল দিয়া বাসবচন্দ্রের গায় বমি করতঃ দ্রুত পদে আড়াই হাত লম্বা এক গাছ হালীসহুরে খ্যাঙ্গরা লইয়া বাসবচন্দ্রের পিটে সপা সপ্ সপা সপ্ প্রহার )

বাসব। দ্যাখো দ্যাখো ( চীৎকার পূর্ব্বক ) উঃ গেলাম, গিইচি গিইচি ওগো কেউ থ্যাকাও গো—প্রাণ যায় গো ও বাবা পিট জ্বলে গেল যে, যোগীন্দ্র ভট্‌চায তোমরা দৌড়ে এসে আমায় রক্ষা কর, আমার প্রাণ যায়! ( হাত জোড় )করিয়া

বিবিজান আমার ঘাট হয়েছে, আমায় আর মেরনা, আমি তোমারি, আমি তোমা বই কাহাকেও জানিনে। (পুনরায় প্রহার) বাপুরে এই বার গিয়েছিরে জ্বলে মলেমরে ওরে আমায় কেউ থ্যাকালে নারে। ভট্চায, জ্বলে মলেম, পিট জ্বলে গেল। (নেপথ্যে ও শয্যার ঐ উপাধান)

প্রলাপ। (অন্তরে দণ্ডায়মান হইয়া) আমি ত পূর্ব্বেই বলেছিলাম যে শ্রাদ্ধ গড়াবে। তাইত হা মানুষটাকে যে একেবারে খুন করে ফেল্লে। আহাহা কেউ থেকালে না গা। উঃ কি বদরাগী মেয়েমানুষ ; এর দয়া মায়া কিছুই নেই। আরে এখনও থামে না যে। পুলিসে খবর দেব নাকি। (উচ্চৈস্বরে) পাহারাওয়ালা, পাহারাওয়ালা, শীঘ্রি এসে দ্যাখ এবাড়ীতে একটী মানুষ খথম হয়ে গেল।

লবেজান। (সক্রোধে) ক্যা হায়, (পুনর্ব্বার প্রহার)

বাসব। উহু-হু-হু গেলাম, এইবার গেলাম গিইচি গিইচি ঐজ্জা। (মারের চোটে মল পরিত্যাগ করতঃ অপ্রতিভ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) ভট্চায, ভচ্চায্, শীঘ্র এস বড় গোল ঘটেছে আমায় একটু জল দিয়ে বাঁচাও।

প্রলাপ। (শসব্যস্তে) অ্যাঁ অ্যাঁ কি, কি হয়েচে কি হয়েচে? বলুন না কি হয়েচে? এই যে আমি।

বাসব। (নিতান্ত লজ্জিত হইয়া বিকৃত স্বরে) সর্ব্বনাশ

হয়েচে, আমি কা-প-ড়ে——আমার বড় পেটের অসুখ হয়েচে তাহাতে আমার কাপড়ে একটু সন্দেহ হয়েচে।

প্রলাপ। (দৃষ্টি করিয়া স্বগত) ইস্ কি এ, এযে এক ঝোড়া, উঃ বেটির কি খ্যাঙ্গরা জোলাপের কাটী দিয়ে বাঁদা নাকি? দ্যাখ দেখি নরাধম কাপড়ে এক ঝোড়া হেগে বলে কিনা একটু সন্দেহ হয়েচে, এখন আবার এত রাত্রে জল পাই কোথা দ্যাখ। (নাকে কাপড় দিয়া) আ গোবিন্দ, গোবিন্দ! কুলাঙ্গারের মলে পর্য্যন্তও মদের গন্ধ বেরুচ্চে গা। নারায়ণ, নারায়ণ!! তা হবে না ক্যান প্রথমত ত গলায় গলায় মদ খেলে, তার উপর আবার কণ্ঠায় কণ্ঠায় কতকগুল অখাদ্য গিল্লে; তার উপর আবার এই খ্যাঙ্গরা। তা হবেই ত, হাগ্‌বে না ত কি হবে, ভূতে হেগে ফ্যালে তা——আমাদের কি মহাপাপ যে এই সকল মহাপুরুষদিগের নিকট শতত থাকিতে হয়, ও এঁরা যা বলেন যা করেন এক মনে কিবল তাহাই যুক্তি যুক্ত বলে শির· ধার্য্য কর্ত্তে হয়, এবং ইহাঁদিগকেই দেশহিতৈষী বুদ্ধিমান, বিবেচক ও বড় লোক বা দেশের শ্রী এমন কি পরমেশ্বর বলেও বর্ণনা কর্ত্তে হয়। এই জন্যই লোকে খোসামুদেদের এত ঘৃণা করে। কিন্তু তা আর না করেই বা কি করি, আজ কাল মিথ্যা স্তুতিবাদ না কর্ত্তে পাল্লে ত এখনকার বড় মানুষদের কাছে আর বসতে পাওয়া যায় না ও প্রশংসা ভাজনও হওয়া যায় না। উদর অন্নের জন্যে সকলি করিতে হয়। (প্রকাশ্যে)

কি হয়েচে কি হয়েচে, কাপড়ে হেগে ফেলেছেন। তা বেশ করেছেন, তার আর লজ্জা কি? আমি ত আছি তার ভয় কি পুকুর দেখিয়ে দেবো অখন, ধুয়ে ফেল্লেই সব যাবে। এখন আপনি আগুন মহাশয় শীঘ্র আমার সঙ্গে আগুন। আপনাকে নিয়ে আমি এখান থেকে সরে পড়ি। এখানে আর আপনার থেকে কাজ নেই।

বাসব। দেখ্‌লে ভট্‌চায্‌ মেয়ে মানুষের আক্কেল দেখ্‌লে। আমি কি দোষ করিচি কোনও দোষইত করিনি, অন্যায় করে আমায় মাল্লে।

প্রলাপ। আজ্ঞে আপনার দোষ কি, আপনার কিছুমাত্র দোষ নেই। ও বেটী ছোটলোক থান্‌কী ওদের আবার আক্কেল। (সগর্ব্বে) আচ্ছা তা বেস করেছে—থাক্‌না দেখ্‌বো ও কত ভাত দুধ্‌ দিয়ে খায়। কাল ওকে একেবারে পুলিসে নিয়ে গিরে হাজির কর্ব্বো।

বাসব। না না আর থানা পুলিস কাজ নেই। আমাদেরও কাজটা ভাল হয় নাই, যাতে যার রুচি নেই, তা হ্যামটা আনাই অকর্ত্তব্য হয়েছিল।

প্রলাপ। আজ্ঞে তার আর সন্দেহ কি, ভাল হয়নিত হুজুর। ওটা ওর ধর্ম্মে নিষেধ তা আপনি কিনা—দেখুন দেকি, ও ছোট লোক, কশ্‌বী, প্রতারণা ও কশব করাই হঁলো যার জীবিকা ও ব্যবসায় তা ওরো—ধর্ম্ম ভয় ও

ধর্ম্মের উপর বিশ্বাস আছে কিন্ত আপনার——তা কিছুই বিবেচনা হলো না।

বাসব। এখন নাও আমাকে শিগ্রি শিগ্রি বাগানে নিয়ে চল। আমার সর্ব্বাঙ্গ টাটিয়ে উঠেছে, আর এখানে থাকা হবে না।

প্রলাপ। যে আজ্ঞে তবে চলুন।

(প্রস্থান)

[বাসবচন্দ্র, প্রলাপচন্দ্র ও অন্যান্য সকলের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদ্ভাগে তাকাইতে তাকাইতে দ্রুতপদে প্রস্থান। লবেজান বিবি খ্যাঙ্গরা হাতে করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন। এই সকল দেখে শুনে লজ্জা, লোকনিন্দা ও বংশের গৌরব প্রভৃতি চির সঞ্চিত অভিমান সকল, অভিমানে ও ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল এই অবসরে আমাদিগের বাসবচন্দ্রও দৌড়ে সদর রাস্তায় আসিয়া হাঁপ ছাড়িলেন]

(নেপথ্যে)

বাসবচন্দ্রের এইরূপ দুর্দ্দশা ও বিপদ দেখিয়া, আহা বাছা এত রাত্রে কোন্ দিক দিয়ে কোথায় যাইবেন, এই ভাবিয়া যেন রাস্তার গ্যাসের আলোরা সব পথ দেখাইয়া দিতে লাগিল। রাস্তার কুকুর গুল বাসবচন্দ্রের দুঃখে দুঃখিত হইয়া একেবারে খেউ খেউ রবে যেন ভেউ ভেউ করে কাঁদ্তে আরম্ভ কল্লে। শিয়াল, ভাম ও ভোঁদোড়েরা আঁদাড় পাঁদাড়

থেকে উঁকী মারতে লাগিল ও খুব হয়েচে "অসৎ কর্ম্মের বিপরীত ফল" এই বলিয়াই যেন তাহারা এঁদো গলি ও পুরাণ নর্দ্দমার ভিতর গা ঢাকা দিতে লাগিল। ক্রিয়ের বেহদ্দ আড়ম্বর ও বেতর বন্দোবস্ত দেখে শুনেই যেন মনের ঘৃণায় কমলিনী, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মাতা হেঁট করেচেন। এখন কুমদিনী এই তামাসা দেখ্‌বে বলেই যেন তাড়া তাড়ি একেবারে চোক মেল্লে ও সমুদয় এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া গাল কাত্‌ করে হাস্‌তে লাগিল। ঝিঁ ঝিঁ পোকারা আদ্যোপান্ত সব দেখে শুনে যেন একবারে ছিছি করে উঠ্‌লো! সৌভাগ্য কখনও চিরস্থায়ী নয়, ইহাই দেখাইবার জন্য যেন দেবতা হটাৎ একেবারে মেঘান্ধকার করে এল। এরূপ আত্মবিস্মৃতি, কুকর্ম্মশালী, বেহায়া লোকের আর মুখ দর্শন করিব না এই বলিয়াই যেন নক্ষত্র সকল মেঘের আড়ালে গিয়া এককালে মুখ ঢাকিয়া বসিল এবং চৈতন্য বিহীন নির্ব্বোধ মূঢ় মানুষেরা এই রকম করেই বয়ে যায় এই বলে যেন কালবৈশাখীর আকাশ আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া যার পর নাই গম্ভীর শব্দে তর্জ্জন গর্জ্জন করে ডেকে উঠ্‌লো। তার পর এই "ন ভূত ন ভবিষ্যতি" ব্যাপারের সংবাদ সর্ব্বত্রে প্রচার করিবার জন্যই যেন পবন প্রবল মূর্ত্তি ধারণ করে চারি দিকে ছুটাছুটী আরম্ভ কল্লেন। তাই শুনে ও মজা দেখ্‌বার জন্য কি হয়েচে কি হয়েচে বলে যেন রাস্তার ধূল ও কাঁকরেরা

একেবারে নেচে উঠ্‌লো। হায় হায় হায়!!! কি দুঃখ এদেশের অবস্থাপন্ন কুলাঙ্গার ভারত সন্তানেরা এইরূপ পশুবৎ কুৎসিৎ জঘন্য কাজে রত হইয়াই একেবারে উৎসন্য গেল গা। এই বলে দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক যেন মেঘ সকল এক পশ্‌লা নেত্রবারি বর্ষণ কল্লেন। সময় কাহারও অপেক্ষা করে না ইহাই বুঝাইবার জন্য যেন রাত্রি দেখ্‌তে দেখ্‌তে দুইটা বেজে গেল। তখন বাসবচন্দ্র ভিজে ট্যাপ্‌ টেপে হয়ে সকলের সঙ্গে তাড়াতাড়ী তালগেছিয়ার নিজ উদ্যানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। আহা দেখে আমাদেরও দুঃখ হইতে লাগিল।

(সকলের প্রস্থান।)

## তৃতীয় অঙ্ক।

### ঘানীপাড়ার রাজপ্রাসাদস্থ কমলা-কানন।

[ গঙ্গাস্নান করিয়া আদ্র বসন পরিধান ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক দক্ষিণ হস্তে কমণ্ডলু সর্ব্বাঙ্গে হরি নামাঙ্কিত গঙ্গামৃত্তিকা ও স্কন্ধে নামাবলি মুখে ব্যোম্ ব্যোম্ ও হরি গুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে নারদের আগমন। ]

---

গীত।

রাগিণী ভৈরোঁ, তাল একতালা।

ও ভজরে মন, নিরদ বরণ, অনাদি আদি চরণং।
দর্পহারী, বিপদ বারি, কলুষ বারি মোচনং ॥
যিনি ত্রৈলোক্য তারণ, পতিত পাবন,
ভব দুঃখ হর কারণং।
বিরিঞ্চির ধন, ব্রজেরি জীবন,
বিশ্ববীজ ভাবনং ॥

যিনি ভব পার হেতু, একমাত্র সেতু,
ভাব তাঁর পদ যুগলং।
রাধিকা রমণ, কংস নিপাতন,
দ্রৌপদীর লজ্জা বারণং॥
সেই পরম পরাৎপর, ত্রিলোকী ঈশ্বর,
লও গিয়ে তাঁর শরণং।
হরেরি সাধন, মদন মোহন,
অযমিন তারী কারণং।
সেই বৈকুণ্ঠবিহারী, দিননাথ হরি,
দীন ভাবে সেই চরণং॥

নারদ। (উদ্যানের চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া স্বগত) এ কোথায় আইলাম একি সেই কমলা কানন। না তা ত বোধ হচ্চে না, সে যে বিচিত্র তরু, রমণীয় লতাকুঞ্জ ও নির্ম্মল সরসী নিকরে সুশোভিত ছিল। (পুনরায় অবলোকন করিয়া) উঁ হুঁ এ উদ্যান কই? এযে তরুলতা হীন বালুকাময় মরুক্ষেত্র, অথবা শ্মশান সদৃশ বোধ হচ্চে। সে উদ্যানে যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তেজপুঞ্জ মনোহর কল্পপাদপ সকল হেমলতা মাধবী লতা প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর বিচিত্র পরম রমণীয় লতার লতাকুঞ্জ ও নির্ম্মল জ্ঞান ও শান্তি বাপা প্রভৃতি সুরম্য পবিত্র সরসী

সমূহে সুশোভিত ছিল, এখন যে তার কিছুই দেখ্‌তে পাই-
তেছি না। উদ্যানে সে সকল কোনও তরু নাই, লতা নাই
কুসুম নাই ও জলাশয় নাই। সকল তরুরই মূল উৎপাটিত এবং
শুষ্ক ও ভগ্ন, সকল লতাই ছিন্ন ভিন্ন। সকল জলাশয়ই শুষ্ক ও
কর্দ্দমময় এবং কুসুমমাত্রেই নাই। যে স্থানে পরমারাধ্য দেব
দেবী ভগবতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও নারায়ণের আবাসস্থল ছিল,
যে স্থানে দেবর্ষি, মহর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিদিগের বাঞ্ছনীয় বিশ্রাম স্থল
ছিল, যে স্থানে নানা দিক্‌দেশীয় শাস্ত্রজ্ঞ ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ
পণ্ডিতদিগের ধর্ম্মালোচনা ও সদনুষ্ঠানের একমাত্র বিশ্বাস স্থল
ছিল, যে স্থানে অহরহ নানাবিধ যাগ যজ্ঞের কোলাহলে
সতত কোলাহল পূর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল, সেই
স্থানে আজ নানা প্রকার কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গল দেখিতেছি, সেই
স্থানে আজ নানা জাতীয় শৃগাল শকুনীর ক্রীড়াভূমি দেখি-
তেছি, সেই স্থানে আজ ব্যাঘ্র ভল্লুক ও গণ্ডার প্রভৃতি ভীষণা
কার হিংস্র জন্তুগণের আবাস স্থল দেখিতেছি। আহা! পূর্ব্বে
যে স্থানে, স্থানে স্থানে নানাবিধ যজ্ঞের নিমিত্ত অত্যুচ্চ সুরম্য
বেদী নির্ম্মিত ছিল, সেই স্থানে আজ মেষ, মহিষ, গো, গর্দ্দভ
প্রভৃতি নানা প্রকার জীব জন্তুর নক্কার জনক দুর্গন্ধময় অস্থি ও
চর্ম্ম, এবং ঘুঘু, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি নানা প্রকার পক্ষীর পক্ষ
দ্বারা প্রায় সকল স্থানেই স্তুপাকার পর্ব্বতপ্রমাণ দেখিতেছি।
( কিঞ্চিৎ মৌনাবলম্বন করিয়া ) আমার কি দিকভ্রম হইল

তা আশ্চর্য্যই বা কি ? একে এই নিদাঘ কাল, তাহাতে আবার বেলা ঠিক দুই প্রহর হইয়াছে। ভগবান্ দিনমণি মস্তকের উপরি ভাগ হইতে অগ্নিময় কীরণ বিস্তার করিতেছেন। এবং ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শরীর অবশেন্দ্রিয় ও ক্লান্ত হইয়াছে, আর অনেক দিনও হ'ল মর্ত্তলোকে এ দিকটায় আসি নাই ভ্রম হইতেও পারে। (কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ হইয়া পুনরায় অবলোকনান্তর) না ভ্রম নয় এই স্থানটাই বোধ হচ্চে যেন। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) (প্রকাশ্যে) কই নিকটে ত কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না যে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া ভ্রমটা দূর করি। যাই হউক, ভাল যাই দেখি একবার ছোট মা বাক্‌বাণীর আশ্রমটা অনুসন্ধান করে দেখিদিকি, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই ত সকল ঠিকানা জানিতে পারিব ও সমুদয় ভ্রমও দূর হইবেক। (ইতস্তত: অনুসন্ধানের পর) এই যে কাননের পশ্চিম প্রান্ত মাতা বাকবাণীর আশ্রম এই ত বটে। উঃ অনেক দিন আসি নাই তাহাতেই সব অভিনব বোধ হচ্চে। কিঞ্চিৎ অন্তরে দণ্ডায়মান হইয়া) বলি মা কোথা গো, ঘরে আছ। (নিরুত্তর) তাইত কোনও সাড়াই পাইনে যে, নিদ্রিতা নাকি। ভাল, একেবারে আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখি না কেন। (নিকটবর্ত্তী) হইয়া (উচ্চৈঃস্বরে) বলি মা কোথা গেলে গো একবার নেত্রপাত করে আমার ভ্রম দূর কর্ত্তে হবে। আমি নারদ, আমার আজ বড় দিক্ ভ্রম উপস্থিত, অঁ্যা শুনচেন কি ? মা কি ঘরে

নাই, ( নিরুত্তর ) কই কোনও সাড়াইত পেলেম না। একবার আশ্রমের অভ্যন্তরে গিয়া দেখিব কি। সেই ভাল আর চাঁচা-চেচিতে কাজ নাই। ( গবাক্ষ দ্বার হইতে আশ্রমের অভ্যন্তরে উঁকী মারিয়া ) আ গোবিন্দ এতক্ষণ আমি কাহাকে ডাকিতেছি। এখানে মা কই? কোনও সময়ে যে তিনি ছিলেন, তার চিহ্নও ত দেখিতে পাইতেছি না। এযে কাল কাসুন্দে চাকচাকুন্দে, বিচুটী হাঁচুটী প্রভৃতি নানা প্রকার বিষলতায় একেবারে জঙ্গল হইয়া রহিয়াছে। বোধ হইতেছে ভগবতী অনেক দিন হইতেই এস্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন, নতুবা আশ্রম স্থানে এত জঙ্গল হইবে ক্যান? এখন উপায়। কোথায় যাই, কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করি। ( আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ) উঃ সময় ত কারু হাতধরা নয়। দেখ্‌তে দেখ্‌তে একেবারে বেলা অনেক হইয়া গিয়াছে। কি বিপদ! ফল মূল ভক্ষণ ও জল পান করিয়া, ক্ষুৎ পিপাসা নিবারণ করা দূরে থাক, এখন এখানে এমন একটী, সুন্দর শাখা পল্লব বিশিষ্ট তরুও নাই যে, কিছু ক্ষণ তাহার ছায়ায় বসিয়া শ্রান্তি দূর করি। হা জগদীশ্বর! তুমি যে কখন কোন্ বিপদে নিক্ষেপ কর, তাহার নির্ণয় করা বড় সহজ নয়, ( কিঞ্চিৎ মৌনাবলম্বন করিয়া পরে ) ভাল পূর্ব্বে ত এই আশ্রমের কিঞ্চিৎ উত্তর দিকেই না ভগবানের মন্দীর ছিল, মনে হচ্চে, তাহার পরেই ভগবতী কমলার আশ্রম। প্রথমত যাই দেখি একবার কর্তা

ঠাকুরের মন্দিরে তত্ত্বানুসন্ধান লই। তাঁর সঙ্গে দেখা হইলেই ত ছোট মা বড় মা, কে কোথায় সকলেরই সন্ধান পাইব। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) সেই ভাল. মিথ্যা অকারণ আর চিন্তা করিব না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বড় মার সহিত সাক্ষাৎ না হচ্চে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ক্ষুধা তৃষ্ণার প্রতিকারের আর কোনও উপায় হচ্চে না। যাই আর বসিয়া থাকিব না, কর্ত্তাটীরই অনুসন্ধান করি (ইতস্ততঃ অনুসন্ধানের পর) এই ত কর্ত্তা ঠাকুরের মন্দিরই বোধ হচ্চে। কোন্‌দিক দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সাক্ষাৎ করি, সাক্ষাৎ করিয়া সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করি। কই পথ পাইনে যে, যেদিকে পা দেই সেইদিকেই কণ্টকাকীর্ণ। তা এখানে দাড়িয়াই একবার ডাকি। (কিঞ্চিৎ অন্তরে দণ্ডায়মান হইয়া) বাবাঠাকুর কোথায় গো,বলি ও বাবাঠাকুর। (পুনরায়) বাবা ঠাকুর শুন্‌চ গা। (নিরুত্তর) এখানেও বুঝি ছোট মার মত হয়। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) একবার ভাল করে ডাকি। (উচ্চৈঃস্বরে) বলি বাবাঠাকুর ঘরে আছেন গা, ও বাবাঠাকুর শুন্‌তে পাচ্চেন। (বিরক্ত ভাবে) আঃ আমার রৌদ্রে দাড়িয়ে মাতার চাঁদি ফেটে গেল, উনি কিনা ছায়ায় বসে মজা দেখ্‌চেন। আরে আমি জানি তুমি বড় মজা দেখা ঠাকুর। তুমি এক ডাকে ত কখন কারুকেই উত্তর দাওনা। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা চিরে না গেলে আর তোমার উত্তর পাওয়া যায় না। (পুনরায়) বাবাঠাকুর শুন্‌চেন কি ? আ—আর যে আমি চেঁচাতে পারিনে

এখনও জলস্পর্শও হয়নি, আমি আপনার পথশ্রান্ত, উপবাসী নারদ। শুন্‌তে পাচ্চেন। ( নিরুত্তর ) কি এ কিছুই যে সাড়া শব্দ পাইনে। আঃ কি মুস্কিলেই পড়লেম গা, এযে কাহারই দেখা সাক্ষাৎ পাইনে। ঘরে নেই বোধ হচ্চে। ঘরে থাকিলে অবশ্যই উত্তর দিতেন, বিশেষ আমার কথা শুন্‌লে তিনি কখনই স্থির থাক্‌তেন না। কারণ আমি তাঁহার ভক্ত ও তাঁহা বই কাহাকেও জানি না। অতঃপর এখন কি, করি এখানে দাঁড়িয়ে থেকেই বা কি হবে। ( কিঞ্চিৎ ভাবিয়া ) একবার মন্দিরের ভিতরটা গিয়ে দেখে আসি, তাহা হইলেই সকল সন্দেহ দূর হবে। ( আস্তে আস্তে মন্দিরের অভ্যন্তরে উঁকি মারিয়া উচ্চৈঃস্বরে ) ও বাবা, গেলাম গেলাম, ধর ধর। ত্রাহি মধুসূদন ত্রাহি মধুসূদন। গরুড় গরুড়, আস্তিক আস্তিক ভাল লোকের সন্ধান কর্ত্তে এসেছি বটে; শেষে আপনার প্রাণ নিয়ে টানাটানি আরে, আমি জানি এখানে থাক্‌তেন এখানেই আছেন। তা কিছুই নাই। এখন যে এখানে খালি মন্দির পড়ে রয়েছে তা কি আমি জানি! কি বিপদ, কি ভয়ঙ্কর, কি শঙ্কট উপস্থিত, এখনি প্রাণটা গিয়েছিলো আর কি। বিপত্যে মধুসূদন, বিপদ কালে তিনিই রক্ষা করেন। আঃ মন্দিরের ভিতরটা কি অপরিস্কারই হয়েচে। এদিকে চুন খসে পড়চে, এদিকে বালি খসে পড়চে, এদিকে চামচিকে বাসা করেছে, এদিকে ভোঁদড়ে বাচ্চা করেছে ও তাহারা রাশী রাশী মল মূত্র ত্যাগ করে রেখেছে।

আর চারিদিকই হাঁসের পালক, পায়রার পালক, ঘুঘুর পালক, মুরগির পালকও নানা স্থানে নানা প্রকার জীব জন্তুর হাড় গোড়ে এক হাঁটু হয়ে রয়েছে। নারায়ণ নারায়ণ !! কি দুর্গন্ধ, তার মাজখানে আবার বৃহৎ বৃহৎ অজগর কাল সর্প গোক্ষুরা কেউটের গর্ত্ত। উঃ এখনি তাড়া করে কামড়েছিল। ভালয় ভালয় বেঁচে এসেছি যে এই ভাল। যাক্ এখন এখানে যে কেহই নেই তা বেশ বুঝা গেল। যখন ছোট মাঠাকরুণ নাই, কর্ত্তা ঠাকুরও নাই, তখন যে বড় মা ঠাকরুণ থাকিবেন তা ত কোনও মতেও বিশ্বাস হয় না ( মস্তক সঞ্চালন করিয়া ) হুঁ বুঝেছি—বোধ হয় ছোট মা ঠাকরুণ ও বড় মা ঠাকরুণ উভয়ে কলহ করে কোথায় গিয়েছেন। তাঁহারা যে দুই সতীনে এক স্থানে কোথাও অবস্থিতি করিতে পারেন না। তাই বোধ হচ্ছে তিনি তাঁহাদেরই অনুসন্ধানে গিয়াছেন। অথবা তিনি এখান হইতে একেবারে সপরিবারেই পিট্‌টান দিয়েছেন। এখন উপায় ক্ষুৎ পিপাসায় ত প্রাণ যায়। চরণ আর এক পদও গমন করিতে পারে না।

( নেপথ্যে রোদন ধ্বনী )

( যে দিকে শব্দ হইতেছে সেই দিকে কর্ণপাত করিয়া কিঞ্চিৎ পরে ) তাইত কোন্‌দিকে কোথায় ? এমন সময় এখানে রোদন করে কে ? ( কিঞ্চিৎ ভাবিয়া ) উত্তরদিক না বোধ হচ্ছে ? হাঁ উত্তর দিকেই ত বটে, ভাল এই ভগবানের মন্দিরের

কিঞ্চিৎ উত্তরদিকে অতি নিকটেই ত বড় মা কমলার আশ্রম ছিল না মনে হচ্চে। তা দু পা গিয়েই ক্যান একবার দেখি না, যদি তাঁহারই কোন বিপদ ঘটে থাকে। দোষ কি যাই একবার দেখে আসি, দেখা ভাল। ঘুরে ঘুরে সকলের সন্ধান লইলাম, দেখা হইল না তা একবার তাঁর সন্ধানটাও লই, সন্ধানটা না নিয়ে ফিরে যাওয়া ভাল হয় না যদি আশ্রমে থাকেন দেখা হবে। তা হলেই আপাতত ক্ষুৎ পিপাসার শান্তি হবে, ও সকলের সন্ধানও জানিতে পারিব, তাই যাই সেই ঠিক পরামর্শ।

## পট পরিবর্ত্তন।

কমলার আশ্রম।

[ অতি শীর্ণাকায়, একখানি মলিন বসন পরিধান, মস্তকের কেশ সকল এলোথেলো, শরীর ধুলায় ধূষরিত, ও দুই চক্ষু মুদ্রিত, নয়ন জলে কপোল যুগল ভাসিতেছে, এবং বামকরে বামগণ্ড সংস্থাপন পূর্ব্বক একেবারে মনের দুঃখে নিরাসনে উপবিষ্ট হইয়া, কমলা করুণ স্বরে রোদন ]

## গীত ।

রাগিণী বেহাগ, তাল একতালা ।

হায় কি হ'ল (কি) হ'ল ।
কানন পতন হেরি পূর্ব্বক্ষণ বিদরিয়ে,
বুক শরীর পতন হ'ল হ'ল ॥
ছিল যে কাননে কল্পতরুগণ,
দয়া, ক্ষমা আদি সুলতিকা বন,
সুখেরি সরসী সুবারি সিঞ্চন
আনন্দের কোলাহল ।
যে কাননে ছিল ধর্ম্মেরি আবাস,
যোগী ঋষি মুনি শান্তরসাস্পদ,
ছিলনা আপদ বিপদ শঙ্কট
কিবল জয় জয় প্রবল ॥
আজ সে কাননে বিষলতা আসি,
ঘেরেছে কাননে গ্রাসিবারে আশী,
কুৎশিত-কুমতি-পশুগণ পশি,
তারা প্রবল মহাবল ।

রে দারুণ বিধি, কি পাপে আমারে
বাঁচায়ে রাখিলি কানন মাঝারে,
ভাবিয়া চিন্তিয়া না পাই অন্তরে,
আর কতকাল জ্বালাবে বল।
দীন বলে মাগো ভেবনা কেঁদোনা,
কানন কখন পতন হবে না,
সুমতি-সুবারি কর সুসিঞ্চন,
অবশ্য ফলিবে ফল ॥

হায়! আমি কি ছিলাম কি হলাম, আমার এই কানন কি ছিল কি হলো, আমার কাননে আগে যে কত প্রকার মনোহর বিচিত্র বিচিত্র তরু ছিল, ও সুন্দর সুন্দর রমণীয় লতা ছিল, এবং কত স্থানে কত প্রকার সুরম্য নির্ম্মল পবিত্র সরোবর ছিল, এখন তার আর কিছুই নেই। হায়, হায়, হায়! প্রাচীন তরু একটীও নাই, সকল তরুই শাখা হীন, সকল তরুই পল্লব হীন, সকল তরুই ফল ফুল বিহীন হইয়া সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। সকল লতাই শুষ্ক ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, সকল জলাশয়ই শুষ্ক ও কর্দ্দম পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। হায়—আমার যে কাননে স্কন্দমূল ফলাশী বনবাসী যোগীরা সতত বাস করিতেন যে কাননে দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি,

মহর্ষি প্রভৃতি মহা মহা ঋষিরা দেবার্চ্চনার নিমিত্ত কুসুম চয়ন করিতে আসিতেন, ও তাঁহারা পরম পবিত্র ও প্রীতি জনক ফল ফুল বিশিষ্ট কল্পতরুর ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেন, এবং নানাবিধ পবিত্র দেব বাঞ্ছনীয় ফল মূল ভক্ষণ ও জলপান পূর্ব্বক, ক্ষুৎ পিপাসার শান্তি করিয়া পরম সুখ অনুভব করিতেন। যেখানে অন্ধ খঞ্জ ও অতিথি অভ্যাগত সকল আসিয়া কখনই ফিরিয়া যাইত না। আহা আমার সেই কাননে আজ শিয়াল, শকুনীর বাসা হইল। আমার সেই কাননে আজ শুদ্ধ আত্মোদর পরায়ণ, অভক্ষ্যভোজী অপেয়পায়ী যথেচ্ছাচারী, দুরাচার পিশাচদিগের আবাস ভূমি হইয়াছে। (কিঞ্চিৎ মৌনাবলম্বন করিয়া পরে) এই কলমের চারার আঁটী হইতেই আমার সব নষ্ট হ'লো। কি কুক্ষণেই যে ঐ কলমের চারার আঁটী রোপণ করিয়াছিলাম, তা বলিতে পারি না। হা জগদীশ্বর! তোমার মনে কি এই ছিল। হা বিধাত! শেষকালে আমার কপালে কি এত দুঃখ লিখিয়াছিলে। হা বিধে! তোমার নির্ব্বন্ধ খণ্ডন করে কাহার সাধ্য।

নারদ। (দূর হইতে) ওই যে কমলার আশ্রম দেখা যাচ্চে না, ওই ত বটে। বড় মার আশ্রমই বটে, তা বাহিরেও বসে আছেন, বেস হয়েচে, আর মা মা বলে চীৎকার কর্ত্তে হবে না। (একটু অগ্রসর হইয়া) কই মা কই? ওই কি বড় মা? ভাল চেনা যাচ্চে না যে। (পুনরায় একটু অগ্রসর হইয়া ললাটে

হস্তার্পণ পূর্ব্বক এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করতঃ) হে গোবিন্দ! হে মধুসূদন! কি বিপদ এ কোথায় আইলাম এ যে এক মাগী পাগ্‌লী দেখিতেছি। মাগী রোগা শুটকী হটাৎ দেখ্‌লে ভয় হয়। উঃ আজ কি শঙ্কট উপস্থিত। ঐ যে বলে, বিপদ বিপদের ও সম্পদ সম্পদের অনুসন্ধান করে, এই শাস্ত্রীয় প্রবাদ কখনই মিথ্যা হয় না। সেই প্রাতঃকাল হইতে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এখনও জলস্পর্শও হ'লো না। যখন যেখানে যাইতেছি, কিবল নানা প্রকার বিভিষিকা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতেছি না। অতঃপর কিনা এক মাগী পাগ্‌লীর সম্মুখে এসে পড়লেম, এখন দ্যাখ আবার কি হয়। আঃ মাগী কি রোগা, ঠেলা মারলে পড়ে মরে; না খেতে পেয়ে পেটটা যেন সারিন্দের খোল হয়েচে। মাতায় তেল নাই, চুল গুল যেন শোণের ফেঁসো হয়েছে, চিমটী দিলে মলা উঠে, এক থান কাল ছেঁড়া কাপড় পরা সকল গায় ধুল, একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য, এবং এক হাঁটু ধুলর উপর বসে দুই চোক্ বুঁজে কিবল ভাবচে, কিই ভাবছে যে মাতা মুণ্ড তার কিছুই ঠিকানা নাই। আঃ পাগল হওয়া কি পাপ। হা ঈশ্বর! তোমার কার্য্য বুঝা ভার, তুমি কারুকে পাগল, কারুকে কানা, কারুকে কালা ও কারুকে খোঁড়া এবং কারুকে বোবা প্রভৃতি জ্ঞানহীন ও বিকলেন্দ্রিয় করিয়া অশেষ দুঃখের দুঃখী করিয়াছ, ও কারুকে আবার দিব্য জ্ঞান ও সবল ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট করিয়া সর্ব্ব সুখে সুখী করিয়াছ।

অতএব তোমার মহিমা অচিন্তনীয়। (ত্রাস্তভাবে) যাক আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকিব না। হয়ত মাগী এখনি তাড়া করে এসে গায় ধুল ছড়িয়ে দেবে, কি বিপদ! আজ কি কুক্ষণেই যে মর্ত্ত লোকে পা বাড়িয়েছিলেম তা বলিতে পারি না (সভয়ে কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ গমন) তাইত, এতদূর এসে একেবারে ফিরিয়া যাইব কি? ফিরিয়া যাওয়াটা কি ভাল হয়? না ভাল হয় না. একবার বড় মাকে ডাকি, যাই একবার ডেকে দেখি না ক্যান, যদি তিনি আশ্রমের ভিতরেই থাকেন। তাত জানা গেল না। না জেনে শুনে একেবারে ফিরিয়া যাওয়াটা ভাল হয় না তবে কি না ঐ পাগলী মাগী বসে রয়েছে। (সগর্ব্বে) তা রয়েছে রয়েছে ওকে আমার ভয়'কি? আমিও ত পুরুষ মানুষ বটে, ও যদি আমার গায় ধুল কাদা ছড়িয়ে দেয়, তবে এই কমণ্ডলুর বাড়ী ওর ট্যাঙ্গ ভেঙ্গে দেব, আর যদি নিতান্তই বেগোছ দেখি, তবে এক দৌড়ে গিয়ে একেবারে চিতখোলার থানার কাছে দাঁড়াব, তখন আমার আর কলা কর্ব্বে। (বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন) এখন এখানে দাড়িয়াই মাকে ডাকি, বড় নিকটে যাওয়া হবে না, কি জানি। (উচ্চৈঃস্বরে) বলি বড়মা কোথায় গো ঘরে আছ কি? অ্যাঁ শুন্চ গা আমি তোমার অভোক্তা—— (নিরুত্তর) উঃ হুঁ অমন করে ডাকলে হবে না। (পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে) মা কমলে, জগজ্জীবনী দয়াময়ী, ঘরে আছেন কি? ত্রিলোক জননী, জীবন দায়িনী, সকল দুঃখ বিনাশিনী মা

শুনচেন, কি? আমি আপনার কাননে আজ উপবাসী নারদ! একবার চেয়ে দেখুন, এখনও জলস্পর্শ হয় নাই।

লক্ষ্মী। (চক্ষের জল মুছিয়া নয়ন উন্মীলন ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক)। কে আমায় ডাকলে, আজ অনেক দিন ত এই কাননে আমায় মা বলে কেউ ডাকে নাই। এখন আমায় মা বলে, কে ডাক্‌লে? (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় অধবদনে উপবিষ্ট)

নারদ। (সভয়ে) ঐ গো ঐ পাগলী মাগী টের পেয়েচে। (ত্রাস্তভাবে কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্গমন ও পরে অতি শান্তভাবে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া) তাইত ঐ বড় মার মতই দেখাচ্চে না? তাঁর মতই যেন বোধ হচ্চে। (ললাটে হস্তার্পণ পূর্ব্বক পুনরায় নিরীক্ষণ করিয়া) ভাল চেনা যাচ্চে না। কিন্তু আহা, পা দুখানি যেন ঠিক তাঁর মতই রাঙ্গা টুক টুক কচ্চে। ভাল একটু নিকটে গিয়াই দেখি না ক্যান, ভয় কি ও পাগলী নয়। পাগলী হলে এতক্ষণ তাড়া করে আস্‌ত, (কিঞ্চিৎ নিকটে গিয়া) বলি তুমি কে গা? ওখানে অমন করে বসে আছ, তুমি কে? বলি নড়চ চড়চ না যে, উত্তর দাও না ক্যান? (নিরুত্তর)

নারদ। (স্বগত) যে রকম আকার প্রকার দেখ্‌চি, তাতে ত মা কমলার মতই বোধ হয়। কিন্তু বড় কৃশা ও মলিনা। হটাৎ চেনা যায় না, তা যদি কোন গুরুতর উৎ-

কট পীড়াই হয়ে থাকে। তাও ত হতে পারে, কিন্তু কোন সামান্য পীড়া যে ঐ পবিত্র শরীরকে আশ্রয় কর্ত্তে বা ভোগ কর্ত্তে পার্ব্বে, এত কোনও মতেই বিশ্বাস হয় না। তবে যদি কোন বিশেষ পীড়া হয়। যাই হউক, একবার নিকটে গিয়া দেখিলে চিনিতে পারিব ও আদ্যোপান্ত সমুদয় জিজ্ঞাসাও করিতে পারিব। সেই ভাল তাই যাই, ( একেবারে সম্মুখবর্ত্তী হইয়া স্থিরভাবে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ) আ আমার পোড়া কপাল। আ আমার দুর্ভাগ্য—আ আমার অদৃষ্ট, এতক্ষণ আমি কিছুই চিনিতে পারিতেছিলাম না। এবে সেই বিশ্বপালিকা জগৎপূজিতা, ত্রিলোক জননী মা কমলাই বটে। আহা হা—এ কি। সে শ্রী নাই, সে মাধুরী নাই, সে লাবণ্য নাই, ও সে হর্ষ নাই এবং সে আনন্দও নাই, এখন যে তার আর কিছুই দেখিতেছি না। আ-হা-হা হটাৎ দেখিলে যেন কোন দারুণ শোকবিহ্বলা কি হতমানিনী বিবাগিনী অথবা উন্মাদিনীই বোধ হয়। আ মরি মরি! (একটু চিন্তা করিয়া স্বগত) ভাল এইরূপ পাষাণ বিদারক হৃদয় ভেদী ব্যাপারের কারণ কি? একবার জিজ্ঞাসা করা যাক্। (প্রকাশ্যে) মা সুরপূজিতা বিশ্বপালিকা বিশ্বজননী জগৎ তারিণী কমলে! একবার নেত্র উন্মীলন কর। একবার দয়া করিয়া দাসের প্রতি কটাক্ষপাত কর।

কমলা। ( মস্তক উত্তোলন ও নেত্র উন্মীলন পূর্ব্বক দীর্ঘ

নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া,) কে আমায় ডাকলে। মা বলে কে আমায় ডাকলে।

নারদ। মা, আমি তোমার চিরপালিত নারদ।

(প্রণিপাত)

কমলা। নারদ, এস বাপু নারদ, অনেক দিন দেখি নাই। তা আমার এই দুঃসময় মা বলে যে মনে পড়েছে তবু ভাল। ভাল আছত?

নারদ। হাঁ মা আপনার শ্রীচরণ দর্শনেই সব ভাল।

কমলা। তবে এখন কোথা হতে কি মনে করে আসা হচ্চে নারদ?

নারদ। মা, অদ্য বৈশাখি পৌর্ণমাসী, মর্ত্তলোকে গঙ্গা স্নান করিতে আসিয়াছিলাম। তা গঙ্গা স্নান করে, মনে করিলাম যে অনেক দিন হল ভগবান্ নারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। এবং ভগবতী লক্ষ্মী ও সরস্বতী ইহাঁদিগেরও শ্রীচরণ দর্শন পাই নাই, তা এই নিকটেই ত মা কমলার কানন ও আশ্রম। একবার যাই, তথায় লক্ষ্মী স্বরসতী ও নারায়ণ সকলের সহিত সাক্ষাৎ হইবে ও সকলেরই দর্শন পাইব। আর বেলাটাও অনেক হয়েছে, তথায় ক্ষুৎ পিপাশাও শান্তি করিব। এই মনে করে, হরি গুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে, প্রথমত ছোট মা বাক্‌বাণীর আশ্রমে গিয়া দেখি যে, আশ্রমের ভিতরে বিচুটী, হাঁচুটী, প্রভৃতি নানা প্রকার বিষলতায় এক

ঝাঁটু জঙ্গল। তথায় যে তিনি কোনও কালে ছিলেন, তার নিদর্শনও নাই। পরে ভগবানের মন্দিরে গিয়া দেখি, যে তথায় চামচীকের বাসা, ভোঁদড়ের বাচ্চা ও তাহাদের মল মূত্রের দুর্গন্ধ এবং মস্ত মস্ত গোক্ষুরা কেউটের গর্ত্ত। উঃ তাড়া করে কাম্‌ড়ে ছিল আর কি? ভালয় ভালয় বেচে এসেছি যাই তাই আপনার সহিত সাক্ষাৎ হলো। এখনও জলস্পর্শও হয় নাই। ক্ষুধায় জঠরানল জ্বলিতেছে ও তৃষ্ণায় বুক ফাটীয়া যাইতেছে। তার পর আবার এই, আপনার অদ্রষ্টব্য মলিন আকার প্রকার দেখিয়া শরীর, একেবারে অবশেন্দ্রিয় হইয়াছে।

কমলা। নারদ এ কাননে, এখন তোমার জলস্পর্শ হবে কি, আমারও জলস্পর্শ হয় না।

নারদ। কেন মা এমন কথা বল্লেন ক্যান? (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) তাই ত, আপনার কাননের আজ একেবারে শ্রীহীন দেখিতেছি যে, সে সকল তরু নাই, লতা নাই, ফল নাই, ফুল নাই, জলাশয় নাই ও কোনও দিকে কোনও আবর্ত্তন নাই, আহা সে সকল যে আর কিছুই নাই। কিবল কতক গুল ইন্দ্রিয় পরায়ণ অভক্ষ্য ভোজী পিশাচেরাই চারি দিকে ছুটা ছুটী করিতেছে। আর মরুক্ষেত্র বা শ্মশানের ন্যায় চারিদিকেই ধু ধু করিতেছে। এবং আপনারই বা এই অতি মলিন বেশ ও বিষণ্ণ আকারই বা দেখিতেছি

ক্ষ্যান? কোন দারুণ শোকে কি এইরূপ বিহ্বলা হইয়াছেন, না কোন গুরুতর পীড়া আপনার এই পবিত্র মূর্ত্তিকে আশ্রয় করিয়াছে; না কেউ কোনও অবমাননা করিরাছে?

কমলা। (সজল নয়নে) নারদ! কাননের বিশৃঙ্খলতা ও পতন, এই শোকই মহাশোক, এবং যার পর নাই এই অচিকিৎসনীয় মনঃপীড়াই একেবারে আমার শরীরকে কলুষিত করিয়াছে।

(রোদন)

নারদ। মা রোদনকরিবেন না, আর রোদন করিবেন না। ক্ষান্ত হউন, ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। বলুন আপনার কি ঘটিয়েছে, ও কি অপমান এবং কি মনঃপীড়াইবা আপনার উপস্থিত হইয়াছে বলুন। আমা হইতে তার যদি কোন প্রতিকারের উপায় হয়, তা আমি এখনি করিব।

কমলা। (সরোদনে) নারদ আমি আর এখানে থাকিতে পারি না, আমি আর এখানে থাকিব না, আমার আর এ যাতনা সহ্য হয় না, আমার আর এ অপমান বরদাস্ত হয় না, তুমি আমাকে নিয়ে চল, আমি তোমার সঙ্গে যাব (পরিতাপ পূর্ব্বক) হায় হায় হায়!!! আমার কানন কি ছিল, এখন কি হ'লো উঃ মনে করিলে যে বুক ফেটে যায়। হা—জগদীশ্বর তোমার মনে কি এই ছিল। হা—বিধাতঃ, তুমি আমার অদৃষ্টে কি এই

লিখেছিলে। শেষ কালে যে আমার এই দশা ঘটিবে, তা আমি স্বপ্নেও জানি না। নারদ, তুমি আমাকে নিয়ে চল আর বিলম্ব করো না। ( নারদের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক রোদন )

নারদ। মা, ক্ষান্ত হউন ক্ষান্ত হউন, স্থির হউন।

কমলা। আর এখানে স্থির হতে পারি না। মন আর স্থির হয় না। এখন তুমি আমাকে নিয়ে চল।

নারদ। মা, একটু স্থির হউন। কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। যাবেন বইকি। অবশ্য যাবেন, আমি আপনারে নিয়ে যাব। বলুন দেখি, আপনার কি হয়েছে? কে আপনাকে অপমান করেছে? এবং কি মনঃপীড়াই বা আপনার উপস্থিত। আর আপনার এরূপ,একেবারে শ্রীহীন ও মলিন আকার প্রকারই বা কেন দেখিতেছি, এবং আপনার কাননের, এরূপ উশৃঙ্খলতা ও পতন অবস্থাই বা কেন হইল? এর আদ্যোপান্ত সমুদয় আমার কাছে বলুন। যাতে হয় আমি এর সব প্রতিকার করিব। বলুন, আর রোদন করিবেন না। আর চঞ্চলা হবেন না।

কমলা। ( চক্ষের জল মুছিয়া সবিষাদে ) আর বলিব কি মাতা মুণ্ডু, তবে বলি শোন। বলিতে যে বুক ফেটে যায়। নারদ! তুমি ত জান যে, আমি কখনও কোনও উষ্ণ স্থানে বাস করিতে পারি না। কোন রকম গরম দেখিলেই আমি অমনি গা ঢাকা দেই। আমি কখন মহা সাগর গর্ভে, কখন নারায়ণের হৃদয়

কমলে, কখন বা সরোবর মধ্যবর্ত্তী কমল বনেই বাস করিয়া থাকি। তাহাতেই আমাকে সকলে কমলা কমলা বলিয়া ডাকে, তা সে সকল স্থান পরিত্যাগ করেও এই স্থানটী অতি পবিত্র কোমল ও শীতল দেখিয়া, নানা প্রকার ফল ফুল বিশিষ্ট অ-শেষ বিধ তরু ও লতা রোপণ করিয়া অতি সুখেই অবস্থিতি করিতেছিলাম। আহা তারপর কালেতে করে আমার সে সকল তরু লতা গুলি একেবারে সমূলে নির্ম্মূল হয়ে গেল। নির্ম্মূল হয়ে গেল দেখে, কাননটীর উপর এমনি মায়া তা, মনে করিলাম যে এখনত প্রায় সকল কাননেই সকল উদ্যানেই কল-মের চারা হয়েছে, তা আমিও কেন এই কাননে দুটী কলমের চারা রোপণ করি না। তবুত কাননটী বজায় থাকিবে, আমরও আর স্থানান্তর যেতে হবে না। এই রূপ অনেক ভেবে চিন্তে কাননে দুটী কলমের চারা রোপণ করিলাম। রোপণ করে কিসে চারা দুটী রক্ষা পায় ও কিছুতেই নষ্ট না করে, সতত এই চিন্তা ও কেবল তাহারই যত্ন করিতে লাগিলাম। তা এমনি আমার পোড়া কপাল যে সে দুটীই একেবারে অকালে ঝড়ে ভেঙ্গে গেল। তবু এমনি পোড়া মায়া যে কাননটী ছেড়ে যেতে আর কোন মতেই পারিলাম না। না পেরে, ঐ কলমের চারা-রই কয়েকটী আঁটী ছিল, অতঃপর তাহাই কাননে রোপণ করিয়া, কিসে আঁটী কয়েকটী রক্ষা হবে, কিসে অঙ্কুরিত হবে, ও কিসে তাহা হইতে সুন্দর শাখা পল্লব বিশিষ্ট তরু উদ্ভুত হবে।

এবং কিসে কানন বজায় থাকিবে, এজন্য অহরহ দেবতা-দিগের নিকট কিবল, কায়মনোবাক্যে উহারই মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলাম। আর যাহাতে কাননে কোনও রকম বিভী-ষিকা না হয়, কোনও প্রকার হিংস্র জন্তু বা জানোয়ারেরা এসে না ঢুকতে পায়, আঁটীর চারা কয়েকটী যথা রীতি বৃদ্ধি পায় ও কালেতে করে তাহারা শাখা পল্লব ও ফল ফুল বিশিষ্ট হইয়া আশানুরূপ সুমধুর ফল প্রদান করে, তাহাতে কোনও ব্যা-ঘাৎ না হয়, ইহার সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং আন্তরিক যত্ন ও সুশ্রুষা করে, এজন্য ডারবী নামক একজন শ্বেত কায় বিদেশীয় সুযোগ্য মালি রাখিলাম। মালি রাখিলাম বটে কিন্তু তার দ্বারা কাননের কিছুই, উপকার হ'লোনা। না কোন-ও দিকে কোনও আবর্ত্তন হ,লো, না কোনও রকম জানো-য়ারদের উৎপাত নিবারণ হ'লো, না শিয়াল শকুনীর আশা ও বাসা বন্ধ হ'লো, না চারা গুলি তয়ের হয়ে শীতল ছায়া ও সুন্দর ফল ফুল বিশিষ্ট হলো, আহা কিছুই হলো না, তা এই সকল দেখে শুনে প্রথমত ঠাকুরটীত একবারে মনের ঘৃণায় পীট্-টান দিলেন। তারপর তাই দেখে ছোট গিন্নি সরস্বতীও সেই সঙ্গেসঙ্গে গা ঢাকা দিলেন। আহা তাঁরা যে কোথায় গেলেন তার আর অনুসন্ধানও পাইনে। কিবল আমি পোড়া কপালী মরতে এখানে একা পড়ে থাকিলাম। মায়া ছাড়তে পারিনে যে। তা হয়েছে খুব হয়েছে যেমন কর্ম্ম এখন তার মতই

হয়েছে। "আপনি খেয়েচি কচু তেঁতুল কোথায় পাব„ এই যে কথা তা আমাতেই ঠিক খেটেছে।

নারদ। তার পর বলুন শুন্‌চি সব।

কমলা। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) তার পর ঐ যে বেশ মোটা সোটা মাফিক্ শীর কিবল খানি গুঁড়ি খানি দেখিতে পাইতেছ। ঐ একটী আমার সেই কলমের চারার আঁটীর তরু দেখিয়াছ?

নারদ। (চতুঃদ্দিক্ অবলোকন করিয়া) কই মা, কিছুই ত দেখিতে পাইতেছি না।

কমলা। (পুনরায় অঙ্গুলি দ্বারা) ঐ যে কতকগুল লতা পাতার ঝোপের ভিতর, ঐ যে গো, শুধু গুঁড়িখান, ঐ যে, দেখ্‌তে পাচ্চ না।

নারদ। (ললাটে হস্তার্পণ করিয়া অবলোকন) হাঁ হাঁ বোধ হচ্চে বটে। তা ওর শাখা পল্লব কিছুই টের পাবার যো নাই তা চিনিব কেমন করে। আহা অমন সুন্দর চারাটি যত্ন করিলেই ত ভাল হয়।

কমলা। (বিরক্ত ভাবে) না না না, ওর আর যত্ন কল্লে কিছু হবে না ও গেছে, জ্বলে গেছে, যে সর্ব্বনেশে লতায় এসে, ওকে যে রকম আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তা ও একেবারে জ্বলে গিয়েছে ওর আর পাতাটি দেখিবার যো নেই! তা ওর আবার যত্ন হবে কিসে?

নারদ। তা বটে রৌদ্র, শিশির, বৃষ্টির জল প্রভৃতি যে সময়ের যা, তা না পেলে কোনও তরুই ভাল হয় না। তা ওকে যে রকম লতা পাতায় একেবারে ঢেকে ফেলেছে দেখছি, ওর আর তা কিছুই পাবার যো নাই। আ-হা হা এমন সুন্দর চারাটী কিন্তু এমনি বিজাতীয় লতায় একেবারে ঢেকে ফেলেছে, যেন একটা বিশ্রী ঝোপ্ করে রেখেছে। আ-মরি মরি! হটাৎ চেনা যায় না, ও কি লতা মা? ও লতাত কখন দেখি নাই ও লতার নাম কি?

কমলা। ও বড় সর্ব্বনেশে বিষলতা নারদ, ও বড় সর্ব্বনেশে লতা, ও লতার এমনি উত্তাপ যে, ওর বাতাসে সকল কানন ও সকল উদ্যানই একেবারে জ্বলে যায়। আমার কানন ক্ষেত্রে, ও লতা, যখন যে তরুকে আশ্রয় করেছে, সে তরু অচিরাৎ একেবারে শ্রীহীন ও সমূলে নির্ম্মূল হইয়া ধুধু করে জ্বলে গেছে। ও বিদেশীয় লতা ওর নাম বেদে নেই, পুরাণে নেই, ও কেউ কখনও শুনেনি এবং জানে না। এখন শুন্‌তে পাই ওর নাম নাকি ব্যালাহীলতা। তা এখন কি আর আমি এখানে এই সকল অগ্নিময় তরুর ও লতার অসহ্য গরমে স্থির হয়ে থাকিতে পারি? না তিষ্টুতে পারি? কোনও মতেই আর পারি না। হা জগদীশ্বর! পরিণামে আমাকে কি এই সকল অগ্নিময় বিষবৎ তরুর ও লতার উত্তাপে সতত দগ্ধ করিবে বলিলাই কি আমাকে সৃজন করিয়াছিলে? উঃ জ্বলে মলেম, জ্বলে মলেম।

পুড়ে মলেম। শরীর জ্বলে গেল। (ভূমে বিলুণ্ঠিতা) নারদ, তুমি আমাকে নিয়ে চল আর বিলম্ব করো না। অহরহ এই গরমেই, আমার শরীর এত মলিন ও বিবর্ণা হয়েচে। আর, অতঃপর কাননটী ছেড়ে যেতে হ'লো, কিছুতেই তিষ্ঠুতে পারিলাম না এই মনঃপীড়াই আমার মহা পীড়া উপস্থিত। আবার যে একজন মালী রেখেছি, সে ত কাননের সবই রক্ষণাবেক্ষণ কল্লে ও সবই উন্নতি কল্লে, তার কিবল আমার উপরেই যত কোপ ও আমাকে নিয়েই যত টানাটানি, আমি পাছে কথন কোনও দিকে যাই পাছে কথন কোনও দিকে চাই সে কিবল ঘুরে ঘুরে তারই চৌকী দিয়ে বেড়াচ্চে। আর যদি কোনও দিকে কোনও রকমে একটু নড়িচি চড়িচি দেখেছে, তা অমনি এসে একেবারে কখন কেশাকর্ষণ কখন বা অঞ্চলাকর্ষণ পূর্ব্বক সুদৃঢ় রজ্জু দ্বারা ঐ অগ্নিময় লতা আচ্ছাদিত কলমের চারার আঁটীর তরুর গুঁড়িতেই আমাকে বেঁদে রাখে। তার উপর আবার কখন তাড়না, কখন ভর্ৎসনা, কখন বা নানা রূপ লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা দেয়, এবং যার পর নাই অপমানিত করে, তা এখন কি আমাতে আর আমি আছি, না আমার সে হর্ষ আছে, না আমার সেই আনন্দ আছে, আমি সেই ডারবী মালীর দুর্ব্বিসহ বাক্যবাণে ও অসহনীয় অপমানেই একেবারে শরীর পতন করে ফেলেছি। নারদ, এই ত সব শুনিলে, আর কি বলিব বল, আমি আর বলিতে পারি না, বলিতে যে বুক

ফেটে যায়, এখন যাতে আমি উদ্ধার হই ও যাতে রক্ষা পাই তা কর। আমি আর থাকিতে পারি না, আমার শরীর জর্জ্জরিত ও অঙ্গ অবশ হইয়া গিয়াছে, এখন তুমি আমাকে সঙ্গে করে আস্তে আস্তে নিয়ে চল। (নারদের উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক গমনোদ্যত ও সভয়ে) ঈস্ ঐ আস্‌ছে গো, ঐ বুঝি আস্‌চে। ঐ আমার দিকেই আস্‌চে। উঃ ওর মূর্ত্তিখান দেখ্‌লে আমার বুক শুকিয়ে যায়।

নারদ। (চকিতভাবে) অ্যাঁ-কি কি, কে আস্‌চে?

কমলা। সেই হাঁসা মুখ ডারবী মালিই আস্‌চে।

নারদ। আস্‌চে আস্‌চেই তা ওকে ভয় কি?

কমলা। হুঁঃ ভয় কি, ও আসবে এসে এখনি আমাকে ধরবে, কত বক্‌বে, ও হয় ত আবার সেইরূপ, আমায় বেঁদে রাখবে।

(দ্রুতবেগে ডারবী মালির প্রবেশ)

ডারবী। বেহারা-বেহারা জল্‌দী আও, জল্‌দী রশী লিআও, পাগলীকো বাঁদ্‌নে হোগা। (কমলার অঞ্চল ধারণ পূর্ব্বক) টুমি ক্যা মাংটা, ক্যা মাংটা বোলো। কাঁহা জাগা, বোলো বোলো জলডি বোলো।

কমলা। মালী, তুই আমাকে ধরিসনে। তুই আমাকে ছেড়ে দে, আমি যাব আমার গা জ্বালা কর্চ্চে, আমার শরীর পুড়ে গ্যাল। আমি এই গঙ্গা থেকে নেয়ে আসি।

( অঞ্চল ছাড়াইয়া পলাইতে উদ্যত )

ডারবী। নেই নেই টুমি হিঁয়া রহ, টোম্‌কো হিঁয়া পানি দেগা, হিঁয়া ঠাণ্ডা হও।

কমলা। আমি থাকিব না। আমি কখনও থাকিব না। তুই আমাকে ছেড়ে দে।

[ পুনরায় অঞ্চল ছাড়াইয়া যাইতে উদ্যত ]

ডারবী। বেহারা, জল্‌দী রশীলিআও।

( নেপথ্যে যাতে হেঁ সাহাব। )

( রজ্জু হস্তে বেহারার প্রবেশ )

বেহারা। ছেলাম ছাহাব্। রশী লি আয়া হজুর।

ডারবী। দেও হামকো দেও, জল্‌দী দেও।

( রজ্জু লইয়া কমলাকে কলমের চারার আঁটীর তরুর গুঁড়িতে বন্ধন পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে ও করতালি দিয়া ডারবীর প্রস্থান। )

কমলা। ( চীৎকার পূর্ব্বক ) উঃ গেলামরে বাপুরে মারে আমায় এসে সব থ্যাকারে। ওরে আমার কেউ নেইরে—আঃ পুড়ে মলেম, পুড়ে মলেম। জ্বলে মলেম! আর সয়না, আর সহিতে পারি না। ও নারদ, এখন তুমি কোথায় গেলে। আমায় উদ্ধার কর, আমায় রক্ষা কর, আমার প্রাণ যায়। ( সবিষাদে ) হা জগদীশ্বর, তোমার মনে কি এই ছিল ? যে পরিণামে আমাকে এইরূপ দুঃখ দেওয়াই তোমার এক মাত্র অভিপ্রেত ছিল। হা

বিধাতঃ আমার অদৃষ্টে কি এই লিখিয়াছিলে, অথবা আমাকে শেষ কালে, এই কাননাগ্নিতে দগ্ধ করিবে বলিয়াই কি অমার সৃষ্টি করিয়াছিলে। আঃ এ যন্ত্রণা ত আর সহ্য হয় না। উঃ এ উত্তাপ ত আর বরদাস্ত হয় না। বসুমতী! তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমাতে প্রবেশ করি। রত্নাকর! তুমি আমার এই কানন, এখন রসাতলে দাও, তাহা হইলেই আমি আবার শীতল হই। যম! তুমিও কি আমাকে ভুলিয়া রহিলে ?

নারদ। নারায়ণ নারায়ণ! গোবিন্দ গোবিন্দ! উঃ কি ক্লেশ কি যন্ত্রণা কি কষ্ট। এ ত আর চক্ষে দেখা যায় না। একটা মেয়ে মানুষের উপর এত অত্যাচার, এত পীড়ন, এত নিষ্ঠুরতা আহাহা, এ প্রত্যক্ষ করিলে যে বুক ফেটে যায় ইন্দ্রিয় অবশ হইয়া আইসে ও যার পর নাই পাষাণও দ্রবীভূত হইয়া যায়। এদেশে কি রাজা নাই অথবা এই মেয়ে রাজার দেশে, মেয়ে মানুষের উপর এত অত্যাচার, এত পীড়ন ও এত নিষ্ঠুরতা তাহার কোনও খবরই নাই। না এদেশে কোনও ভদ্রলোক নাই, না এদেশের লোকদিগের কোনও দয়া নাই, মায়া নাই, না ন্যায় অন্যায় বিবেচনা নাই যে এই অনাথিনী স্ত্রীলোকটীর উপর এত অত্যাচার, এবং এত পীড়ন। ও কমলার এত দিনের কাননটী এখন একেবারে বেজায় হয়ে গেল গা। কি দুঃখ কি দুঃখ। কতকগুল জানোয়ারে মিলেই একেবারে ছার খার কল্লে। আ মরি মরি মরি!!! তাহারা অহরহ এই সকল

প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহাতে ভ্রুক্ষেপ বা দ্বিরুক্তিও করে না। আহা কেউ একবার উঁকিটীও মারে না। হায়, হায় হায়, ধিক্ এ দেশের লোকদিগকেই ধিক্। মা, এখন আপনি ক্ষান্ত হউন আর রোদন করিবেন না। একটু স্থির হউন। (সক্রোধে) এই আমি চল্লেম। সকল দেবতাদিগের কাছে যাব। তোমার এই ক্লেশ, এই দুঃখ, এই অপমান ও এই পীড়নের কথা সকলকেই বিশেষ করে বলিব। আজ স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, একেবারে তন্ন তন্ন করে খুঁজিব, ঠাকুরটী যে খানেই থাকুন তাঁহাকে গিয়া ধরিব। যে পুরুষ আপন পরিবারকে একেবারে ত্যাগ করে রাখে, ভুলেও তার কথা মনে করে না, তাহার সহিত কোনও বাক্যালাপ করে না, তাহাকে সাধ্যমত সকল রকমে সুখী করিতে চেষ্টা করে না, সে কি আর পুরুষ! সে অতি পাষণ্ড, মহাপাতকী, নারকী ইত্যাদি কারুকে ভয় করিব না, মনে যাহা আছে খুব করে বলিব তার পর যাতে আপনার উদ্ধার হয় তা করে জল গ্রহণ করিব। আপনি একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করুন।

(নারদের প্রস্থান)

---

# চতুর্থ অঙ্ক।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

### তালগেছিয়ার উদ্যান।

বাসবচন্দ্রের বৈঠকখানা।

বাসবচন্দ্র, প্রলাপচন্দ্র, ও অন্যান্য কয়েক জন পারিষদ আসীন।

বাসব। (তাকিয়ায় ঠেস দিয়া আলবোলায় তামাক টানিতে টানিতে) আ আ আ বেশ হাওয়া টুকু আস্‌চে।

প্রলাপ। আজ্ঞে হ্যাঁ শরীর যেন যুড়িয়ে যাচ্চে, একেবারে এ সময় ত এই স্থানেই বাস কোরবে।

বাসব। হাওয়াটা কিছু গরম বোধ হচ্চে না ভট্‌চায্‌?

প্রলাপ। আজ্ঞে বলিতে কি হজুর, গা যেন পুড়ে যাচ্চে, এই দেখুন সকল গায় ফোস্কা বেরিয়েছে। চলুন, এখন এখান থেকে শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী চলুন। বলি যাবেন কবে?

(নেপথ্যে কোকিলের ধ্বনী।)

বাসব। কি ডাকে হা ভট্‌চায্‌? ঐ টুহু টুহু করে? কিকি ডাকে?

প্রলাপ। আজ্ঞে, ও কিই ত ডাক্‌চে বটে। ও কুহু কুহু করে কোকিল ডাক্‌চে।

বাসব। (বিরক্ত ভাবে) আঃ ওটা যে একেবারে মাতা ধরিয়ে দিলে। বড় বিরক্তই কচ্চে।

প্রলাপ। আজ্ঞে তাইত, এমন কর্কশ আওয়াজ ত কোনও পাখীর শুনিনি মহাশয়। ওর চেয়ে যে কাকের ডাক ভাল। উঃ ঠিক্ যেন বজ্রাঘাত হচ্চে। ওরে, কে আছিস্‌রে পাখীটেকে কেউ গুলি করে মারতে পারিস?

বাসব। না না না ওকে মার্‌তে হবে না। মেরো না। কেন ও আপনার বুলি বোল্‌চে। বলুক না ক্যান, আহা বেসত।

প্রলাপ। আজ্ঞে অমন পাখী আর হবে না ধর্ম্মাবতার, বলতেই বলেছে যেন কোকিলের ধ্বনী। ওরে কে আছিস্‌রে? পাখীটেকে কেউ ধরে আন্‌তে পারিস্, যে ধরে আন্‌তে পার্ব্বে সে এখনি হাজার টাকা বকশীশ পাবে।

বাসব (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) হাঁ মনটার ভিতর যেন কেমন কেমন কচ্চে। আর শরীরটেও যেন মাটী মাটী কর্চ্চে। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে ভোলা!

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই। জল দিয়ে নিয়ে যাব না স্বধু?

বাসব। স্বধুই এক গেলাস নিয়ে আয়ত।

(মদ্য পূর্ণ গেলাস হস্তে ভোলার প্রবেশ)

ভোলা। এজ্ঞে এনিচি মুশাই।

বাসব। দে (গেলাস টানিয়া) হ্যাঁ এখন মেজাজটা ঠিক হ'লো, আ আ আ, শরীর সুস্থ কর্ব্বের এমন জিনিস আর নাই। দ্যাখ ভট্‌চায্ আমাদের কি করুণাময় দয়ার সাগর রাজা। যে প্রত্যেক গলি গলি, মোড়ে মোড়ে ও রাস্তায় রাস্তায় যে দিকেই চাওয়া যায়ও যে দিকেই যাওয়া যায় সেই দিকেই পাওয়া যায়। আহা দুঃখী প্রজাদের জন্যে, যেন সদাব্রত দিয়ে রেখেছেন একেবারে, এমন রাজা নইলে কি রাজা, অন্য রাজা হলে কি এ জিনিস আমরা চোকে দেখ্‌তে পেতাম? কখনই না।

প্রলাপ। আজ্ঞে তার আর সন্দেহ কি মহাশয়। সে কি একবার, পাঁচশবার। আবার গলি গলি, মোড়ে মোড়ে, রাস্তায় রাস্তায়, বল্লেন কি আপনি এখন যাতে ঘরে ঘরে তৈয়ের হয়, তারই জোগাড় হচ্চে যে। কারণ বাঙ্গালীর মেয়েরা ত আর বাহিরে বা দোকানে যেতে পারে না। তাই আমাদের রাজার দয়া হয়েছে। তা এখন আমাদের আর কোনও অপ্রতুল থাক্‌বে না। পাড়াগাঁয় সব জায়গায় জায়গায় ভাঁটী হবে। এর হুকুমও বেরিয়ে গিয়েচে। এখন আমরা অনায়াসে ঘরে বসে রাজাকে ধন্যবাদ দিতে থাকি।

বাসব। বটে, সত্তি নাকি, হা হা হা, (হাস্য) বেস বেস, দ্যাখ ভট্‌চায্, তা যাই বল কিন্তু আমার মনের অসুখটা যাচ্চে না।

নেপথ্যে গীত।

রাগিণী পিলু তাল পোস্তা।

নাথ আমারে ভূলে, রইলে কোথা দেশান্তরে।
ফাগুণে উঠ্‌চে আগুণ ঐ আগুণে মরবো পুড়ে॥
চৈতে চাতকী মত, নিরখী যে আশাপথ,
ভেবে প্রাণ কণ্ঠাগত, উহু উহু বোল্‌বো কারে।
বৈশাখে বিযেরি জ্বালা, প্রাণে কত সয় অবলা,
তাহে মদন দিচ্চে জ্বালা, মরি মরি মারে মারে॥
জৈষ্টিতে যে দুঃখে আমি, থাকি নাথ একাকিনী,
কান্ত হারা কাঙ্গালিনী, শান্ত বল কেবা করে।
আষাঢ়ে আসিবে বলে, বঁধু কোথা রৈলে
আমায় ভূলে,
মনেরে বুঝাই কি বলে, পোড়া আঁখী সদা ঝুরে॥
শ্রাবণেরি ধারা যত, আমার চক্ষে বহে অবিরত,
যেমন কর্ম্ম তারি মত, কপাল মন্দ বোল্‌ব কারে।
ভাদ্দরেতে ভরা নদী, আমার ভেসে যায় যে গুণনিধি,
ভাবি তাই অহর্নিশী, কার প্রাণনাথ আন্‌ব হরে॥
আশ্বিনে অম্বিকে মাসে, বঁধু তুমি রইলে বিদেশে,

এ অভাগীর কপাল দোষে, নাথ বিনে দান
করবো কারে।
কার্ত্তিকে কামিনীর মনে, যে যাতনা নাথ বিনে,
পুড়ে মরি মনাগুণে, মন নাহি ধৈর্য্য ধরে ॥
অগ্রাণে অবোধ মন, তোমায় চাহে অনুক্ষণ,
কুল, শীল বিসর্জ্জন, দিয়েছি যে তোমার তরে।
পৌষে পাতকীর প্রাণ, তবু করে আকিঞ্চন,
ধন মন যৌবন, সঁপেছি যে তোমার করে।
মাঘে মানে না আর, মন সদা চাহে পর,
দীন বলে রক্ষা কর নইলে লুটে নেয় যে পরে।

বাসব। আহাহা, দিব্বি গানটী, কে গাচ্চে ভট্চায্?

প্রলাপ। আজ্ঞে তাইত, আ মরি মরি যেন কেই গাচ্চে ত বটে।

বাসব। (সবিষাদে) উঃ একে এই দুরন্ত কাল, তাতে আবার সে দিন বিবিজানের সঙ্গে যেরূপ পাকাপাকী বিচ্ছেদ হয়ে, আজ ক দিন যে দুঃখে কাটাচ্চি,—তার উপর এই বিচ্ছে-দের ছড়া গানটা শুনে অবধি যেন, মনের ভিতর একেবারে হু হু করে জ্বলে উঠ্‌লো। তা জ্বল্লে আর কি কর্ব্বো না ডাকলে ত আর আমি যেতে পারি না। কি বল ভট্চায্?

প্রলাপ। আজ্ঞে তার আর জিজ্ঞাসা কি। ডাকিলেও না, না ডাক্‌লে বয়ে যাচ্চে, আপনার জাবার জন্যে।

বাসব। দ্যাখ, গানটীর ভাবে বোধ হচ্চে ও বিবিজানেরি নিকে প্রেরিত লোক হবে।

প্রলাপ। আজ্ঞে ঠিক কথা মহাশয়। আমিও কাল বেশ রাত্রে স্বপ্নে দেখিছি, যেন সেখান থেকে একেবারে দশ জন লোক এসে, আপনাকে সাধাসাধি কচ্চে।

বাসব। তা আমি ত তাঁর কাছে কখন কোনও অপরাধ করিনি বরং তিনিই আমার উপর সে দিন অন্যায় নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছেন। আজও আমার পিটে চুপাঁচটা কাটি ফুটে রয়েছে।

প্রলাপ। অবশ্য পাঁচশ বার। আমি ত সব সচক্ষে দেখেছি।

বাসব। তবে কিনা, কথায় আছে যে "বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না" সেটা মেয়েদের কাছেই ত ঠিক্ মেয়ে মানুষে ত কখন কোনও পুরুষকে সাধে না। পুরুষেই মেয়ে মানুষকে সাধে ও তাহাদের মান ভেঙ্গে থাকে।

প্রলাপ। আজ্ঞে, আমিও ত তাই বল্‌ছি যে মেয়েমানুষে আবার কবে কোন্ কালে কোন্ পুরুষকে সেধেছে। চিরকালই পুরুষমানুষেই মেয়েমানুষকে সেধে থাকে। তার সাক্ষী স্বয়ং ভগবান্ চন্দ্রই যে মেয়েমানুষের পায় ধরে গড়াগড়ি দিয়াছেন।

বাসব। (একটু চিন্তা করিয়া) তবে কি কর্ব্বো একবার কি যাবো? আজ কদিন ত কোনও খবরই পাই নি।

প্রলাপ। আজ্ঞে, তবে দুর্গা বলে উঠুন। আর বিলম্ব কর্ব্বেন না। আমরা সব প্রস্তুত। নিতে হয় না, কোনও খবর নিতে হয় না; বলেন কি মহাশয়। সেটা কি মানুষের মত কাজ করেছেন?

বাসব। মেয়ে মানুষটা বড় বদ্‌রাগী। দয়া মায়া কি চক্ষু-লজ্জা কিছুই নেই। ছি ছি ছি!!! সে দিন আমার সঙ্গে কি ঢলাঢলিটেই করলে।

প্রলাপ। ছোট লোক, কশ্‌বী, জবাই করা জাত, ওদের আবার দয়া মায়া ও চক্ষুলজ্জা; আর ঢলা ঢলির ভয়।

বাসব। তবু আমি যাই; তাই আবার সেখানে যেতে চাচ্চি; অন্যে হ'লে——সে কথায় আর কাজ নাই।

প্রলাপ। অন্যে হ'লে ওর আর মুখ দর্শন কর্‌তো না ওদিকও মাড়াত না।

বাসব। তা সে মেয়ে মানুষ, যাই হোক্‌গে। আমিত আর তার মত নই। আমার যাওয়া উচিত। না গেলে আমাকে যে লোকে দুষ্‌বে।

প্রলাপ। দুষ্‌বে না, দুষ্‌বেই ত "কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কখন নয়" এই ত শাস্ত্রের কথা। তা এই কদিন না যাওয়াতেই যে কত লোকে আপনার গায় থুথু দিচ্চে। তা হ'লে কি আর আপনি লোকের কাছে মুখ দেখাতে পার্ব্বেন।

বাসব। দ্যাখ ভট্চায্, যাই বলি বিবিজানের আমার উপর এঁকটু আন্তরিক টান আছে।

প্রলাপ। টান নেই মহাশয় বলেন কি ? উঃ বড় সর্ব্বনেশে টান আছে হুজুর। রাত দিনই কেবল দেটান দেটান কচ্চে। তা আপনি এখন বুজ্‌তে পাচ্চেন না। কিন্তু পরে বুঝ্‌বেন। আর সে দিনকে সেই রাগের মুখে, যত কথাই বল্‌লে আপ-নাকে। কিন্তু তার সব কথাতেই আমার আমার শব্দ ছিল। আন্তরিক টান না থাক্‌লে কি অমন মহা প্রলয় সময় কেউ কারুকে আমার আমার বলে।

বাসব। হা হা হা ( উচ্চ হাস্য পূর্ব্বক ) সত্তি ভট্চায্ সত্তি নাকি, মাইরি! ভট্চায্ বড় হুঁসিয়ার লোক। সব দিকেই কান আছে।

প্রলাপ। আরো সেই দিন আপনি চলে আস্‌বার সময় বিবিজান হালী সহুরে সেই গাছ হাতে করে আপনার পিছে পিছে কত দূর এসেছিল; আপনাকে ধর্ত্তে পাল্লে না যদিচ, তা লোকে যাই মনে করুক, কিন্তু তাত নয়। সুদ্ধ আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বলেই সে এসেছিল।

বাসব। ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্। উঃ ভট্চাযের কিই বুদ্ধি যেন লোকের মনের ভিতর গিয়ে বসে থাকে। তবে চল যাই। আর বিলম্বে কাজ নেই।

প্রলাপ। দুর্গা দুর্গা দুর্গা, শ্রীহরি শ্রীহরি শ্রীহরি : সিদ্ধি

দাতা গণেশ। আজ্ঞে আমরা কথন কাপড় পরে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

সকলের প্রস্থান।

## পঞ্চম অঙ্ক।

জানবাজার লবেজান বিবির গৃহ।

লবেজান বিবি ও অন্য দুই জন সঙ্গিনী উপবিষ্টা।

বাসব। (স্বগত) আগে দেখি দিকি বিবিজান এখন কি ভাবে বসে রয়েছেন। তেমন তেমন যদি দেখ্‌তে পাই তা হ'লে এখন যাওয়া হবে না। না হয় খানিক দাড়িয়েই থাকবো। (দূর হইতে সভয়ে উঁকী মারিয়া) না মন্দ নয়, এ সময়েই যাওয়া যাক্। (আস্তে আস্তে মাতা—চুলকাইতে চুলকাইতে বিছানার একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া) আঃ আজ্‌কদিন এমনি মাতা ধরেছিল যে, বিছানা থেকে আর উঠ্‌তে পারিনি। তা এ দিকে আর আস্‌বো কি। এখন সব ভাল ত? বিড়া-

লের ছানাটা ভাল আছে ? ( সকলেই অবাক্ ) ( বাসবচন্দ্র ভয়ে জড় শড় হইয়া পুনরায় ) বলি মুখ খান অমন শুখ্‌নো শুখ্‌নো দেক্‌চি ক্যান ? বিবির কোনও অসুখ করেছে নাকি ? অ্যাঁ তা বল না কি হয়েছে ?

সঙ্গিনী। বিবিকে কিছু বলো না গো, বিবির বড় অসুখ হয়েচে, ঘুম হয়নি পেট ফেঁপেছে।

বাসব। ( কিঞ্চিৎ সাহস পূর্ব্বক ক্রমে ঘেঁসে ঘেঁসে ) পেট ফেঁপেছে তার আর ভয় কি। সোডাওয়াটার এনে দেব এখনি সেরে যাবে। দেখি হাতটা দেখি, নাড়ীটে কেমন ? ( হস্ত ধারণ ) ( লবেজান বিবি সজোরে হাত ছাড়াইয়া ও অভিমানে মুখ ফিরাইয়া অবগুণ্ঠিতা।

সঙ্গিনী। নাগো, বিবিকে অমন করে আর ত্যক্ত করো না, আজ কদিন ওঁর রেতে ঘুম নেই, দিনে আহার নেই, আর কিবল দুই চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্চে। আহা মেয়ে মানুষটা একেবারে মরে যায় একবার চোক্ দিয়েও দ্যাখ না বাবু ; এই কি তোমাদের ধর্ম্ম ?

বাসব। ( সবিস্ময়ে ) অ্যাঁ—ক্যান ক্যান বল কি ? কি হয়েছে ? আরে আমিও কি বেঁচে ছিলাম গা, আমিও যে মরে ছিলাম। তা নইলে যে মানুষ অষ্ট প্রহর কাছ ছাড়া হয় না, সে যে আজ কদিন একেবারে নিরুদ্দেশ, তা আমি কি আর আমাতে ছিলেম।

লবেজান। ( ঘোমটার ভিতর হইতে ) মরে ছিলেম, তবে বুঝি এখন ভূত হয়ে আবার জ্বালাতে এলেন। ( সকলের হাস্য )

সঙ্গিনী। তা বিবিজান, আর তোমার সঙ্গে কথা কবেন না ও আলাপ কর্ব্বেন না বলেছেন। এখন তুমি যা হয় কর বাবু।

বাসব। ক্যান ক্যান? আমি কি অপরাধ করেচি, ওঁর কাছে ত আমি কোনও অপরাধ করিনি।

সঙ্গিনী। কি অপরাধ করেচ না করেচ তা আমরা জানিনে, সে তুমি জান, আর উনিই জানেন। এখন যা হয় সে তোমরা দুজনে বোঝাবুঝি করগে।

বাসব। ( নিকটে গিয়া বিনীতভাবে ) প্রিয়ে বল আমার কি অপরাধ হয়েছে? বল আমি কি দোষ করেছি? বল; কথা কও। ( হস্তে ধরিয়া ) বলি শোন না। আমার মাতা খাও—তবু কথা কবে না—তবে যাও; আমি এখানে গলায় দড়ি দিয়ে মরি।

লবেজান। ( ঘোমটার ভিতর হইতে ) এখানে আমার কাছে গলায় দড়ী দে মলে কি হবে, এ কদিন যেখানে যার কাছে ছিলে তার কাছে গিয়ে গলায় দড়ী দে মরগে না।

সঙ্গিনী। বলি এ কদিন কোথায় ছিলে গা বাবু?

বাসব। এ কদিন শয্যা গতই ছিলাম। বড় মাতা ধরে ছিল, আর পেটের অসুখ হয়ে ছিল বলেই বাগানে ছিলাম।

লবেজান। ওলো, ও কথা শুনিস্ ক্যান, ও কথা বল্‌তে হয় তাই বল্লে। এখন নতুন গিন্নি হয়েছে, সেই গিন্নির কাছেই ছিল, তা আমিত আর নতুন নই তা হলে আমার কথা মনে পড়্‌তো। তা বেস—বেস বেসত।

বাসব। মাইরি, আমি সেখানে ছিলাম না। সত্তি বল্‌চি কোন্ শালা ভাঁড়ায় দিব্বি কর্ব্বো। এই গঙ্গা সমুখে করে বল্‌চি, আমি কখনই সেখানে ছিলাম না।

লবেজান। ঈঃ বড় ত দিব্বি কল্লেন। গঙ্গা সমুখে তা তোমার কি? গঙ্গার সঙ্গে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক কি? অমন দিব্বি আমিও দশ গণ্ডা কর্ত্তে পারি।

বাসব। মাইরি মাইরি, মাইরি না, আমি কখনই সেখানে ছিলাম না। এই আমি তোমার গায় হাত দিয়ে বল্‌চি; এর চেয়ে আর কিছু না। (গাত্র স্পর্শ)

লবেজান। বলি ও কি গা—কিই কর, ছি ভাই বাসব, তুমি অমন করে গায়টায় হাত দিও না। তুমি কদিন এসনি আমি যেন বেঁচে ছিলাম। যাও তুমি যার গায় হাত দিলে ভাল থাক, সেখানে যাও। (দূরে নিক্ষেপ)

সঙ্গিনী। ওগো, অমন কল্লে হবে না গো, অমন কল্লে হবে না। যাতে হবে আমি বলে দিই শোন। ওঁর এই সহরের গরমে আর তোমার জন্যেই এ কদিন ভেবে ভেবে ওঁর শরীর বড় গরম হয়ে উঠেছে। তা এখন উনি তোমার গয়ারপুরের

গঙ্গাধারের বাড়ীখানি আর তোমার কুলগেছের বাগানটী যদি পান তবে সেখানে গিয়ে একেবারে বাস করে শরীর ঠাণ্ডা কর্ত্তে পারেন। তা নইলে ওঁর শরীর যে রকম হয়েছে, তা উনি এ যাত্রা বাঁচবেন না দেখ্‌চি। আহা! মেয়ে মানুষটার মুখের দিকে চাইলে বুক ফেটে যায়। এখন তাই যদিপার ত যা হয় কর; আর একবার পায় ধর, ঘাট মান যে মান পড়ে যাক্ আর মেয়ে মানুষটও বেঁচে যাক্।

বাসব। (সানন্দে) এই কথা, তা আমি দেবো অবশ্য দেবো আমার যা আছে আমি সব দেবো। (পদ ধারণ পূর্ব্বক) প্রিয়ে আমার ঘাট হয়েছে। আমায় ক্ষমা কর, আমার অপরাধ হয়েছে; এমন কর্ম্ম আর হবে না।

লবেজান। ওকি গা আবার পায় হাত দিচ্চ ক্যান। আমার সঙ্গে আর তোমার সম্পর্ক কি? যাও, তুমি যেখানে ভাল থাক, সেখানে যাও। ছাড়ো, বলি পা ছাড়না। আঃ আমার পায় খোষ হয়েচে লাগচে। তবু ছাড়লে না—ওকি, বলি কেউ দেখ্‌বে যে। দূর হোক্‌গে ছাই, তবে আমি এখান থেকে উঠে যাই। (পা ছাড়াইয়া গমনোদ্যত)

বাসব। (পুনরায় পদ ধারণ পূর্ব্বক একেবারে ভূমে পতিত হইয়া) না আমি ছাড়্‌ব না—কখনই ছাড়্‌ব না; আমি এই পায় আজ্ মাতা কুটে মর্ব্বো। (নেপথ্যে আ মরে যাই, কৃষ্ণ যেন মানময়ী শ্রীরাধিকার মান ভঞ্জন কর্চ্চেন গো)

লবেজান। আমার পায় মাতা কুটে মলে কি হবে? আমি তোমার কে? আমি তোমার কেউ না। যাও, তোমার ভাল বাসার পায় মাতা কুটে মরগে যে তোমার পরকালে গতি হবে। (মায়া কান্না-সরোদনে) আমি মরে গেলেও আমাকে কেউ, দেখ্‌বার লোক নেই। আমার কেউ নেই। আমার মরণ হ'লেই বাঁচি।

নেপথ্যে। আহা! প্রেমসিন্ধু যেন উথলিয়ে উঠ্‌লো গো, এই ত চাই—জিতা রহ।

বাসব। (শসব্যস্তে আপনার বসন দ্বারা চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া) ক্যান আমি ত আছি, আমিই দেখ্‌বো। তোমার কিসের দুঃখ, কিছুরই দুঃখ নেই।

লবেজান। হাঁ তুমি দেখ্‌বে বই কি? (তাড়া-তাড়ি গাত্রের বস্ত্র উন্মোচন করিয়া) বলি এই দ্যাখ দিকি, একবার চেয়ে দ্যাখ। সহরের এই গরমে থেকে থেকে আমার শরীর যেন কালী বেটে গিয়েছে। রেতে দিনে ঘুম হয় না, ক্ষিদে হয় না, আর উঠ্‌লেই অম্নি মাতা ঘুরে পড়ে মরি। (একটু মায়া কান্না) তা তুমি যে বলেছিলে তোমার সেই গয়ারপুরের না কি পুরের গঙ্গাধারের সেই বাড়ী খানি আর তোমার কুলগেছের বাগানটী আমাকে দেবে———তা যাক্‌গে আমি চাইনে, আমার কাজ নেই, আমার আর কিছুতেই কাজ নেই। আমি গাচতলায় থাক্‌বো, আমি মরে যাব।

বাসব। অমন কথা বলনা, আমি থাক্‌তে তুমি মরে যাবে, না গাছতলায় থাক্‌বে, কখনই না, বাড়ী বাগান এই বইত না। ক্যান, তা আমি বলেছি ত তোমাকে দেবো, সব দেব অবশ্য দেব এখনি দিচ্চি তার জন্যে আর কি। (চিবুক ধরিয়া) আরে খেপী, আমার যা আছে সে সবই যে তোমার, দ্যাখ যোগীন্দ্র, ভট্‌চায্‌, তোমাদের সকলকেই আমি বোল্‌চি যে, আমার গয়ার পুরের গঙ্গাধারের ঠাকুর বাড়ী ও কুলগেছের বাগান এ আমি আজ বিবিজানকে এককালে দান কোল্লাম ওতে আমার আর কোন স্বত্ব থাকল না, যাতে কালই এর লেখা পড়া হয়ে রেজিষ্টরি হয় ও বাড়ীটা বাগান খানি যা-ত রীতিমত সাজিয়ে দেওয়া হয় তা অবশ্য অবশ্য কর্ব্বে খবরদার খবরদার যেন কোনও মতে ত্রুটি হয় না।

যোগীন্দ্র। আজ্ঞে, আমি ত আপনার ঐ কাজ কর্ত্তেই আছি, তার ত্রুটি হবে ক্যান মহাশয় কিছুতেই ত্রুটি হবে না। যত শীঘ্র শীঘ্র কাজ পরিষ্কার হয়, তা আমি করে দেবো।

প্রলাপ। আজ্ঞে ঠাকুরটীকে কি রকম করা যাবে হজুর।

বাসব। (সক্রোধে) ড্যাম ঠাকুর, ঠাকুর গঙ্গাপার করে দেবে, না হয়ত ঐ পুরণ আস্তাবল যাড়ীতেই রেখে দেবে। আমার কি, জায়গা নেই ?

প্রলাপ। (সভয়ে) যে আজ্ঞে, আর বোল্‌তে হবে না

হুজুর, সব্ বুঝেচি, যা বল্লেন অচিরাৎ তাই হবে। আর কিছুই বাঁকী থাক্‌বে না।

বাসব। প্রিয়ে, তুমি যা বল্লে এখন তাই হ'লো ত, আর কি কর্ব্বো বল, তুমি যা বোল্‌বে আমি তাই কর্ব্বো এখন আমার ঘাট হয়েছে। আমি এমন কর্ম্ম আর কর্ব্বো না, তুমি মেরে ফেল্লেও আর কথা কব না।

নবেজান। অঁ্যা তখন যে বড় ফোর্‌কে গিয়েছিলে, এখন বল ঘাট হয়েছে, অমন কর্ম্ম আর কর্ব্বোনা। অমন করে আমায় ফেলে আর কখনও কোথায় যাবে না, আমি যা বোলব তাই কর্ব্বে বল, নাকেখত দাও তবে ত হবে।

বাসব। (হাতযোড় করিয়া) আমার ঘাট হয়েছে অমন কর্ম্ম আর কর্ব্বো না। তোমায় ফেলে আর কখনও কোথাও যাব না, তুমি যা বোল্‌বে, আমি তাই কর্ব্বো তুমি মেরে ফেল্লেও আমি কথা কব না।

(আড়াই হস্ত মাপিয়া নাকে খত দিয়া উভয়ে গলাগলি পূর্ব্বক মহানন্দে হাস্য কৌতুক করিতে করিতে গৃহান্তরে প্রস্থান)

## গীত।

রাগিনী জঙ্গলা তাল, খ্যামটা।

হায় হায় শুন সভ্যগণ, এবে শুন সভ্যগণ।
বাসবচন্দ্রের মিলন হ'লো অপূর্ব্ব কথন॥

পোড়া পিরিত, এম্নি জ্বালা,
জ্বলে ছিল ব্রজের কালা,
পায় ধরে নিবালে জ্বালা,
শ্রীরাধার হৃদয় তোষণ।
তাই ভেবে পায় ধল্লে বাসব,
চুলোয় দিয়ে কুলের গৌরব ॥
সবাই বলে বিধির গজব (যার)
যা থাকে অদৃষ্টের লিখন,
প্রেমের কি বিচিত্র গতি,
যেনেছেন সেই গোকুল পতি,
পিরিতের কি আছে জাতি,
হাড়ী চণ্ডালী, যবন।
একেবারে হতজ্ঞান,
কল্লে যারে লবেজান ॥
তবু পোড়া নাড়ীর টান,
ভূল্‌তে নারেন সেই লবেজান,
(হায়) বিধির কি বিচিত্র লিলে,
(যেন) গরুড় বংশে হাড়গিলে।

কি সুক্ষণেই জনমিলে,
(ঠিক) মূষল কুল নাশন ॥
নাথ বলে ঢের হয়েছে,
যা হবার তা হয়ে গেছে,
এখনও সময় রয়েচে,
হ'তে কুলেরি ভূষণ।
(কর্‌তে যশোধর্ম্ম উপার্জ্জন)

(সকলের প্রস্থান)

পটক্ষেপণ।

সম্পূর্ণ।